৬৭
১০-০১-২৪ ১৭-০১-২৪ ১৭-০১-২৪ ১৭-০১-২৪ ২১-০১-২৪

পাঁচ টাকা পাঁচ টাকা বাংলাদেশ কোর্ট ফি

মোকাম বরিশাল বিজ্ঞ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আমলী আদালত

সূত্রঃ সি,আর নং ৪২৪ /২০২৩ (কোতয়ালী)

বাদীর নাম ও ঠিকানা	ঘটনাস্থল, তারিখ, সময় ও ধারা	আসামীর নাম ও ঠিকানা	স্বাক্ষীগণের নাম ও ঠিকানা
মোঃ মাকসুদুর রহমান মাসুদ (৪৯) পিতাঃ মৃত আলহাজ্ব মোবারক আলী মিয়া (প্রোঃ মেসার্স মাসুদ ব্রাদার্স) সাং- কাশিপুর ২৮নং ওয়ার্ড থানাঃ এয়ারপোর্ট জেলাঃ বরিশাল। মোবাঃ 01711-389549 জাতীয় পরিচয় পত্র নং- 6444710179	***১ম ঘটনাস্থলঃ*** কোতয়ালী থানাধীন নিউ কলেজ রোড বৈদ্যপাড়া সাকিনস্থ আসামীর বসত গৃহে। বিগত ০১/০৮/২০২২ইং তারিখ রোজ সোমবার বৈকাল ৪(চার) ঘটিকার সময়। ***২য় ঘটনাস্থলঃ*** বিজ্ঞ সি,এম,এম আদালত, ঢাকা। বিগত ০৯/১১/২০২৩ইং তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার অফিস চলাকালীন সময়। ***শেষোক্ত ঘটনাস্থল এবং অস্বীকারের তারিখঃ*** কোতয়ালী থানাধীন নিউ কলেজ রোড, বৈদ্যপাড়া সাকিনস্থ আসামীর বসত গৃহে। বিগত ২৪/১১/২০২৩ ইংরেজী তারিখ রোজ শুক্রবার বৈকাল ৪(চার) ঘটিকার সময়। ধারাঃ দন্ড বিধি আইনের ৪০৬/ ৪২০/ ৪৬৫/ ৪৬৭/ ৪৬৮/ ৪৭১/ ৫০৬ ধারা।	১। আল বাকী ইবনে হাকিম (৪০) পিতাঃ মৃত এম,এ হাকিম সাং- নিউ কলেজ রোড বৈদ্যপাড়া, ২০ নং ওয়ার্ড (শান্তি নীড়) থানাঃ কোতয়ালী জেলাঃ বরিশাল।	১। এ্যাডঃ মোঃ নুরুল হক দুলাল পিতাঃ মৃত ওয়াজেদ আলী মোল্লা সাং- ইছাকাঠী,২৯নং ওয়ার্ড থানাঃ এয়ারপোর্ট ২। মোঃ আমানুল্লাহ আল-কারী @ মোঃ আমান উল্লাহ আল-কারী (ইন্সপেক্টর তদন্ত) এয়ারপোর্ট থানা, বরিশাল। ৩। মোঃ সুলতান আহম্মেদ পিতাঃ মৃত আলহাজ্ব মোকলেছুর রহমান বেপারী সাং- কাশিপুর,২৮নং ওয়ার্ড থানাঃ এয়ারপোর্ট ৪। মোঃ মনোয়ার হোসেন লিটন @ মোঃ লিটন খান পিতাঃ মৃত মোঃ আলী আজিম খান সাং- টুমচর থানাঃ কোতয়ালী ৫। মোঃ নজরুল ইসলাম পিতাঃ মৃত মৌলভী নুর বক্স সাং- ইছাকাঠী,২৯নং ওয়ার্ড থানাঃ এয়ারপোর্ট ৬। মোঃ আনিছুর রহমান পিতাঃ মোনাছেফ আলী হাওলাদার সাং- দিয়াপাড়া, ২৭নং ওয়ার্ড থানাঃ এয়ারপোর্ট

(চলমান পাতা- ২)

CamScanner

৭। আঃ হালিম
পিতাঃ মৃত মকবুল আহম্মেদ
সাং- কাশিপুর, ২৮নং ওয়ার্ড
৮। এ,কে,এম মিজান
পিতাঃ মৃত আলহাজ্ব মোবারেক আলী মিঞা
সাং- কাশিপুর
৯। মোঃ ফরহাদ হোসেন
পিতাঃ আঃ রব রাড়ী
সাং- কাশিপুর, ২৮নং ওয়ার্ড
সর্ব থানাঃ এয়ারপোর্ট
সর্ব জেলাঃ বরিশাল সহ আরো বহু স্বাক্ষী প্রমাণ আছে।

নিবেদন এই যে,

আসামী শঠ, প্রতারক, জালিয়াতীকারী, অসৎ চরিত্রের লোক বটে। জাল-জালীয়াতী করিয়া মূল্যবান কাগজ পত্র সৃষ্টি করিয়া উহা জাল জানা স্বত্বেও, প্রতারণামূলক বিশ্বাস ভংগ করিয়া অসৎ উদ্দেশ্যে আর্থিক ভাবে লাভবান হওয়া আসামীর পেশা এবং নেশা। আসামী না পারে এমন কোন ঘৃন্যতম কাজ নেই।

আসামী আমার ঘনিষ্ট আত্মীয় অর্থাৎ শ্যালক। আসামী International Organization of Migrator (IOM) এর উর্দ্ধতন (উচ্চ পদস্থ) কর্মকর্তা ছিলেন। চাকুরী করাকালীন সময়ে বিভিন্ন অনিয়ম ও দূর্নীতির ফলশ্রুতিতে চাকুরীচ্যুত হন। আসামী উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করাকালীন সময় দূর্নীতির মাধ্যমে বিভিন্ন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে অর্থের বিনিময়ে কাজ দিয়া তাহাদের নিকট হইতে গ্রহণকৃত অর্থ বিভিন্ন সময় আমার ব্যাংক হিসাবে গ্রহণ করিতেন। পরবর্তীতে আমি বিষয়টি জ্ঞাত হইয়া, আসামী আমার ঘনিষ্ট আত্মীয় বিধায় তাহাকে সংশোধনের চেষ্টা করিয়া, উক্ত রূপ কার্যকলাপ হইতে বিরত হইতে বলিলে, এবং উক্ত টাকা আসামীকে প্রদান করা স্বত্বেও আসামী চাকুরী করাকালীন,

(চলমান পাতা- ৩)

আমাকে দেয় একটি ঠিকাদারী কাজ বাবদ আমার নিকট ৫০% অর্থ অবৈধভাবে দাবী করিলে, আসামীর সহিত আমার মত বিরোধ দেখা দিলে, আসামী আমার বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা মোকদ্দমা দায়ের করেন। যাহা এয়ারপোর্ট থানার মামলা নং- ০৪, তাং- ০১/০৬/২০২২ইং, ধারাঃ দন্ড বিধি আইনের ৪০৬/ ৪২০। যাহা তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত শেষে চুড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করেন। উক্ত মোকদ্দমার প্রেক্ষিতে উভয় পক্ষের আত্মীয় স্বজন সহ কতিপয় স্বাক্ষীদের মধ্যস্থতায় আমাকে সেইভ করার লক্ষ্যে আসামীর সহিত বিষয়টি নিয়া আপোষ নিস্পত্তির ফলশ্রুতিতে অতঃপর ১ম ঘটনার দিন ও সময়

স্বর্থাৎ বিগত ০১/০৮/২০২২ইং তারিখ রোজ সোমবার বৈকাল ৪(চার) ঘটিকার সময়, আসামীর বসত গৃহে বসিয়া আসামীর নিকট হইতে আমি কোন টাকা গ্রহণ না করা স্বত্বেও আসামীর নিকট হইতে বিগত ইং ০১/০৮/২০২২২ তারিখ ৯৫,০০,০০০/- (পচানব্বই লক্ষ) টাকা ধার বাবদ গ্রহণ করিয়াছি মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পূর্বক ৩০০/- টাকার একটি অঙ্গীকারনামা প্রদান করি। এমনকি উক্ত টাকা আগামী ০১/০৮/২০২৩ইং তারিখ প্রদান করিব মর্মে অঙ্গীকার নামায় উল্লেখ থাকে এবং উক্ত ৯৫,০০,০০০/- (পচানব্বই লক্ষ) টাকা প্রদানের সিকিউরিটি স্বরূপ বিগত ০১/০৮/২০২২ইং তারিখ রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাল শাখা, বরিশাল আমার হিসাবে একটি অ-লিখিত চেক প্রদান করি, যাহার চেক নং- CHLT ৮৪১৯৭৪২। চেকটি টাকার অংক ও তারিখ বিহীন অর্থাৎ অন্যান্য কালাম গুলি অপূরণীয় ছিল। শুধুমাত্র আমার স্বাক্ষর করিয়া (অলিখিত চেকটি) আসামীকে কতিপয় স্বাক্ষীদের মধ্যস্থতায় আসামীকে বিগত ০১/০৮/২০২২ইং তারিখ প্রদান করি।

পরবর্তীতে আমার কর্তৃক আসামীকে দেয় বিগত ০১/০৮/২০২২ইং তারিখের বর্ণিত সিকিউরিটি স্বরূপ চেকের পরবর্তীতে বর্ণিত টাকা, পর্যায়ক্রমে আমি বিগত ০২/১০/২০২২ইংরেজী তারিখের আসামীর SCBL ব্যাংক যাহার একাউন্ট নং- ২৪১১৩৫৮৭৮০১ হিসাবে ৪,৫০,০০০/- (চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা বিগত ২৭/১০/২০২২ইং তারিখে আসামীর একটি A/C নম্বরে

পুনরায় ৪,৫০,০০০/- (চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা বিগত ২২/০৬/২০২৩ইং তারিখ আসামীর COX BAZAR শাখায় BANK ASIA ০৪৬৩৩০০১৫৭৯ নং হিসাবে ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা, বিগত ১৫/০৬/২০২৩ইং তারিখ উক্ত একই একাউন্টে ১৯,৩২,০০০/- (উন্নিশ লক্ষ বত্রিশ হাজার) টাকা বিগত ২২/১২/২০২২ইং তারিখ Standar Chartered BANK, GULSHAN শাখায় A/C নং ২৪১১৩৫৮৭৮০১ হিসাবে ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকা বিগত ০৭/০৫/২০২৩ইং তারিখ আসামীর চৎবসরবৎ ইধহশ খঃফ. এর ২৪১১৩৫৮৭৮০৬ নং হিসাবে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা অর্থাৎ আসামী বিভিন্ন ব্যাংক হিসাবে ৪৭,৩২,০০০/- (সাতচল্লিশ লক্ষ বত্রিশ হাজার) টাকা এবং আসামীর চাওয়ামতে বিগত ০১/০১/২০২৩ইং তারিখ জনৈক আমানউল্লাহ বারীকে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা এবং বাকী টাকার পরিবর্তে বিগত ০৭/০৫/২০২৩ইং তারিখে ৪২,৬৮,০০০/- (বিয়াল্লিশ লক্ষ আটষট্টি হাজার) টাকা মুল্যের কাশিপুর চহুতপুর নামক স্থানে আসামীকে ১২.১৯ (বার দশমিক এক নয় শতাংশ) সম্পত্তির দলিল প্রদান করি। যাহার দলিল নং- ৬৩৮২। অর্থাৎ আমার কর্তৃক বিগত ০১/০৮/২০২২ইং তারিখের অঙ্গীকারনামায় শর্ত মোতাবেক সিকিউরিটি স্বরূপ (অলিখিত চেকের) ৯৫,০০,০০০/- (পচানব্বই লক্ষ) টাকা পর্যায়ক্রমে নগদ টাকা ও বাকী টাকা দলিল প্রদান করি। সু-চতুর আসামীকে সমুদয় টাকা প্রদান করা স্বত্বেও আসামীকে আমার কর্তৃক দেয় বিগত ০১/০৮/২০২২ইং তারিখ সিকিউরিটি স্বরূপ অলিখিত চেকটি (টাকার অংক তারিখ বিহীন) চেকটি ফেরৎ চাহিলে, আজ কাল বলিয়া নানা তালবাহানা করিয়া চেকটি আমাকে প্রদান না করিলে, আমি বিষয়টি কতিপয় স্বাক্ষীদের জ্ঞাত পুর্বক তাহাদের সহযোগীতায় আসামীর নিকট আমার বিগত ০১/০৮/২০২৩ইং তারিখ দেয় রূপালী ব্যাংকের CHLT-8419742 সিকিউরিটি স্বরূপ অলিখিত চেকটি ফেরৎ চাহিলে, আসামী চেকটি ফেরৎ দিবেন মর্মে, বিভিন্ন দিনক্ষন নির্ধারণ করিয়া, উহা ফেরৎ না দিয়া সুচতুর আসামী অবৈধভাবে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে আমার কর্তৃক আসামীকে দেয় বিগত ইং ০১/০৮/২০২২ তারিখের রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, (সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাল শাখা), বরিশাল CHLT 8419742 নং সিকিউরিটি স্বরূপ

মোঃ জসিম উদ্দিন
এ্যাডভোকেট
জজ কোর্ট, বরিশাল।
মোবাঃ 01712-854283

অবিকল নকল প্রত্যায়িত
প্রধান তুলনাকারক
নকল শাখা
সি.এম.এম কোর্ট
বরিশাল।

(চলমান পাতা- ৫)

অলিখিত চেকটি জালিয়াতীভাবে সকল কলাম পূরণ করতঃ বিগত ইং ১৩/০৯/২০২৩ তারিখ রূপালী ব্যাংক লিঃ, উত্তরা মডেল টাউন শাখায় জমা প্রদান করিয়া বিগত ২৫/০৯/২০২৩ইং তারিখ আমাকে লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করিলে, আমি উহা প্রাপ্ত হইয়া উক্ত চেকের বিপরীতে অর্থাৎ সিকিউরিটি স্বরূপ বিগত ০১/০৮/২০২২ ইং তারিখে অলিখিত চেকটি আসামী সকল কলাম পূরণ করিয়া অঙ্গীকারনামায় চেকটি ০১/০৮/২০২২ইং তারিখ দেয়ার কথা উল্লেখ থাকা স্বত্বেও আসামী উহাতে অর্থাৎ অলিখিত চেকটিতে ০১/০৮/২০২৩ইং তারিখ লিখিয়া সকল কলাম পূরণ করিয়া উহা আমার একাউন্টে জমা দিয়া ডিসঅনার করাইলে, আমি আসামীর উক্ত লিগ্যাল নোটিশের জবাব প্রদান করিয়া, আসামীকে চেকের সমুদয় টাকা প্রদান করা স্বত্বেও পুনরায় আমার অসৎ উদ্দেশ্যে লাভবান হওয়া হইতে বিরত থাকিয়া চেকটি লিগ্যাল নোটিশ প্রাপ্তির পর ফেরৎ প্রদান করিতে অনুরোধ করি। কিন্তু পরভিত্ত লোভী আসামী আমার কর্তৃক বিগত ০১/০৮/২০২২ইং তারিখের সিকিউরিটি স্বরূপ অলিখিত চেকটি ফেরৎ প্রদান না করিয়া

অতঃপর ২য় ঘটনার দিন, তারিখ ও সময় অর্থাৎ বিগত ইংরেজী ০৯/১১/২০২৩ইং তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার অফিস চলাকালীন সময় মোকাম ঢাকা বিজ্ঞ সি,এম,এম আদালতে, আসামী জাল-জালিয়াতী ভাবে বিগত ০১/০৮/২০২২ইং তারিখের অলিখিত চেকটিতে সকল কলাম পূরণ করিয়া প্রতারণার জন্য জালিয়াতী করিয়া উহা অর্থাৎ চেকের সকল কলাম আমার নিজ হস্তে পূরণ না করা স্বত্বেও উহা জালিয়াতী ভাবে পূরণ করিয়া উহা তাহার কর্তৃক জাল করা হইয়াছে জানা স্বত্বেও উহাকে আসল অর্থাৎ খাটি হিসাবে বিজ্ঞ সি,এম,এম আদালত, ঢাকা উহা উক্ত চেকটি ব্যবহার করিয়া আমার বিরুদ্ধে একটি মোকদ্দমা দায়ের করেন। যাহা সি,আর নং- ১৬২১/২০২৩ (উত্তরা)।

আমি উক্ত মোকদ্দমা সম্পর্কে কতিপয় স্বাক্ষীদের মাধ্যমে জ্ঞাত হইয়া উহার কপি সংগ্রহ করিয়া, স্বাক্ষীদের সহিত পরামর্শক্রমে আসামীদের নিকট আমার দেয় চেকটি ফেরৎ চাহিতে গেলে, অতঃপর শেষোক্ত ঘটনাস্থল এবং অস্বীকারের তারিখ

(চলমান পাতা- ৬)

অর্থাৎ বিগত ২৪/১১/২০২৩ইংরেজী তারিখ রোজ শুক্রবার বৈকাল ০৪(চার) ঘটিকার সময় কতিপয় স্বাক্ষী সহ আসামীর বসত গৃহে যাইয়া, আসামীকে পাইয়া আসমীকে দেয় সিকিউরিটি স্বরূপ বিগত ০১/০৮/২০২২ইং তারিখের অলিখিত (চেকের বিপরীতে সকল টাকা প্রদান করা স্বত্ত্বেও) উক্ত চেকটি ফেরৎ চাহিলে, আসামী উহাতে ক্ষিপ্ত হইয়া আমি সহ কতিপয় স্বাক্ষীদের সহিত অশালীন আচরণ করতঃ এই ঘটনা নিয়া বেশী বাড়াবাড়ী করিলে, খুন জখমের হুমকি দিয়া তাড়াইয়া দেয়। আসামী আমার সরলতা ও বিশ্বস্ততার সুযোগ নিয়া প্রতারণামূলক বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়া প্রতারণামূলক ভাবে তাহার নিকট আমার রক্ষিত সিকিউরিটি স্বরূপ চেকটিতে অবৈধভাবে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে চেকটি জাল-জালিয়াতী করিয়া, অলিখিত চেকটি গ্রহণ করিয়া আমার সম্মতি ব্যতিরেকে অগোচরে বিগত ০১/০৮/২০২২ইং তারিখের আমার কর্তৃক সিকিউরিটি স্বরূপ দেয় অ-লিখিত চেকটি জালিয়াতী করিয়া তাহার নিজ নাম ও টাকার অংক লেখিয়া সকল কলাম পূরণ করিয়া উহা জলিয়াতী ভাবে তৈরী করিয়া উহা জালিয়াতী পুর্বক তৈরী করা জানা স্বত্ত্বেও চেকটি বিজ্ঞ সি,এম,এম আদালত, ঢাকাতে দাখিল করিয়া দন্ড বিধি আইনের ৪০৬/ ৪২০/ ৪৬৫/ ৪৬৭/ ৪৬৮/ ৪৭১/ ৫০৬ ধারায় অপরাধ করিয়াছেন। আমার এই ঘটনার বহু স্বাক্ষী প্রমাণ আছে। অত্র নালিশি দরখাস্তের সহিত বিগত ০১/০৮/২০২২২ই তারিখের অঙ্গীকারনামার ফটোকপি, আসামী কর্তৃক দেয় লিগ্যাল নোটিশ, আমার কর্তৃক দেয় লিগ্যাল নোটিশের জবাব, আসামীর কর্তৃক দায়েরকৃত মোকদ্দমার ফটোকপি এবং আমার জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি দাখিল করা গেল।

সেমতে প্রার্থনা বিজ্ঞ আদালত দয়া প্রকাশে আমার অত্র নালিশি দরখাস্ত খানা গ্রহণ করতঃ ন্যায় বিচারের স্বার্থে আসামীর বিরুদ্ধে দন্ড বিধি আইনের ৪০৬/ ৪২০/ ৪৬৫/ ৪৬৭/ ৪৬৮/ ৪৭১/ ৫০৬ ধারায় মোকদ্দমাটি আমলে নিয়া গ্রেফতারী পরোয়ানার আদেশ দানে সুবিচার করার মর্জি হয়।

ইতি

তাং ৬/১২/২০২৩ইং

মোঃ জসিম উদ্দিন
এ্যাডভোকেট
জজ কোর্ট, বরিশাল।
মোবাঃ 01712-854283

অবিকল নকল প্রত্যায়িত
প্রধান তুলনাকারক
নকল শাখা
সি,এম,এম কোর্ট
বরিশাল।

৫৭
১৩-০১-২৪ ১৭-০১-২৪ ১৭-০১-২৪ ১৭-০১-২৪ ২১.০১.২৪

আদেশ:- ... এম, পি - ৪২৪/২০২৩

২৭/১১/২৩

বরাবর

বিজ্ঞ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট
আমলী আদালত-০১
বরিশাল।

বিষয়ঃ অনুসন্ধান প্রতিবেদন।

সূত্রঃ এম পি মামলা নং-৪২৪/২০২৩ ধারা-৪০৬/৪২০/৪৬৫/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৫০৬ পেনাল কোড।

বাদীঃ মোঃ মাকসুদুর রহমান মাসুদ(৪৯) পিতা- মৃত আলহাজ্ব মোবারক আলী মিয়া সাং -কাশিপুর ২৮,নং ওয়ার্ড থানা -এয়ারপোর্ট জেলাঃ বরিশাল। এন,আই,ডি নং- ৬৪৪৪৭১০১৭৯ মোবা-০১৭১১৩৮৯৫৪৯

বিবাদীঃ ১। আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০), পিতা- মৃত এমএ হাকিম সাং- নিউ কলেজ রোড, বৈদ্যপাড়া,২০ নং ওয়ার্ড থানা- কোতয়ালী জেলাঃ বরিশাল।

১ম ও শেষ ঘটনাস্থলঃ কোতয়ালী থানাধীন নিউ কলেজ রোড, বৈদ্যপাড়া,২০ নং ওয়ার্ড সাকিনস্থ আসামীর বসত ঘর।

২য় ঘটনাস্থলঃ বিজ্ঞ সি,এম,এম আদালত,ঢাকা।

ঘটনার তারিখ ও সময়ঃ ১ম ঘটনার তারিখঃ বিগত ইংরেজী ০১/০৮/২০২২ তারিখ রোজ সোমবার সময় বিকাল অনুমান ০৪:০০ঘটিকা।
২য় ঘটনার তারিখঃ বিগত ইংরেজী ২৪/১১/২০২৩ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার সময় অফিস চলাকালীন সময়।
শেষ ঘটনার তারিখঃ বিগত ইংরেজী ২৪/১১/২০২৩ তারিখ রোজ শুক্রবার সময় বিকাল অনুমান ০৪:০০ঘটিকা।

জনাব,

যথাযথ সম্মান প্রদর্শন পূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, সূত্রে বর্নীত মামলাটি থানায় প্রাপ্তির পর উক্ত ঘটনার বিষয়ে অনুসন্ধান পূর্বক তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য অফিসার ইনচার্জ আপনার নির্দেশ প্রাপ্ত হইলে, অফিসার ইনচার্জ এর হাওলা মতে অত্র মামলার তদন্তভার আমার উপর অর্পন করা হয়। আমি অত্র মামলার দায়িত্ব গ্রহনের পর দ্রুত মামলার ঘটনাস্থল সরেজমিনে পরিদর্শন করি। বাদী সহ তাহার মানীত সাক্ষী ও স্থানীয় নিরপেক্ষ সাক্ষীদের মামলার ঘটনা সম্পর্কে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করি। বাদীর উপস্থাপন মতে অত্র মামলার ঘটনার সত্যতা প্রমানের জন্য বিভিন্ন কাগজ পত্র প্রাপ্ত হইয়া পর্যালোচনা করি। মামলাটি স্থানীয় ভাবে ব্যাপক তদন্ত করি।
প্রাথমিক তদন্তকালে জানা যায়, বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) অত্র মামলার বাদীর ঘনিষ্ট আত্মীয় অর্থাৎ শ্যালক। বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) International Organization of Migrator (IOM),কক্সবাজার এর একজন কর্মকর্তা ছিলেন এবং বর্তমানে সে উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করেন না। বিবাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা কালীন বাদীর সহিত তাহার সুসম্পর্ক ছিলো এবং তাহাদের সুসম্পর্কের দরুন বিবাদী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন একাউন্ট হইতে তাহার বিভিন্ন উপায়ে উপার্জিত অর্থ বাদীর ব্যাংক একাউন্টে প্রেরন করিত। বিবাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা কালীন বাদীকে তাহার মেসার্স মাসুদ এন্টারপ্রাইজ নামীয় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে একটি কাজ দেয়। বাদী ও বিবাদীদের মধ্যে সু-সম্পর্কের কারনে তাহাদের মধ্যে আর্থিক লেনদেন সমূহের কোন লিখিত চুক্তিনামা ছিলো না। বিবাদী উক্ত ঠিকাদারি কাজের জন্য বাদীর নিকট মুনাফার ৫০% অর্থ অবৈধভাবে দাবী করিলে এবং বাদীকে প্রদেয় অর্থ বাদী তাহাকে নগদ ও ব্যাংকে পরিশোধ করিয়াছে মর্মে বাদী দাবী করিলে উক্ত বিষয়ে বিবাদীর সহিত মত বিরোধ দেখা দিলে, বিবাদী বাদীর বিরুদ্ধে বরিশাল এয়ারপোর্ট থানায় একটি মামলা করেন যাহার মামলা নং- ০৪, তাং- ০১/০৬/২০২২ইং, ধারাঃ ৪০৬/৪২০ পেনাল কোড। যাহা বর্তমানে পি,বি,আই,বরিশাল তদন্ত করিতেছেন। বাদী ও বিবাদী নিকট আত্মীয় হওয়ায় তাহাদের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি ও উক্ত মামলার বিষয় নিয়া আপোষ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে উভয় পক্ষের আত্মীয় স্বজন সহ কতিপয় সাক্ষীদের মধ্যস্থতায় গত ০১/০৮/২০২২ ইং তারিখ রোজ সোমবার বিকাল ৪(চার) ঘটিকার সময়, উভয়পক্ষ বিবাদীর বসত গৃহে বসিয়া আলোচনা করেন এবং উভয় পক্ষের আলোচনা স্বাপেক্ষে এবং হিসাব নিকাশ করিয়া উভয়ের সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাদী, বিবাদীকে নগদ ৫,০০,০০০/-(পাঁচ লক্ষ) টাকা প্রদান করেন এবং বাদী ৯৫,০০,০০০/-(পঁচানব্বই লক্ষ) টাকা ধার বাবদ বিবাদীর নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছি মর্মে সিদ্ধান্ত হওয়ায় বাদী উক্ত বিষয়ে ৩০০/- টাকার একটি নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা প্রদান করেন। বাদী উক্ত ৯৫,০০,০০০/- (পঁচানব্বই লক্ষ) টাকা আগামী ০১/০৮/২০২৩ ইং তারিখ প্রদান করিব মর্মে অঙ্গীকার নামায় উল্লেখ করেন এবং উক্ত ৯৫,০০,০০০/- (পঁচানব্বই লক্ষ) টাকা প্রদানের সিকিউরিটি স্বরূপ বিগত ০১/০৮/২০২২ইং তারিখ বাদী তাহার রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাল শাখা, বরিশাল একটি অ- লিখিত চেক প্রদান করেন, যাহার চেক নং- CHLT 8419742। চেকটিতে টাকার অংকে ও তারিখ বিহীন অর্থাৎ অন্যান্য কলাম গুলি অপুরনীয় ছিল। শুধুমাত্র বাদী স্বাক্ষর করিয়া (অলিখিত চেকটি) বিবাদীকে স্বাক্ষীদের মধ্যস্থতায় উক্ত চেক বিবাদীকে প্রদান করেন।

পরবর্তীতে অঙ্গীকার নামার শর্ত অনুযায়ী বাদী বিবাদীকে গত ইংরেজী ০২/১০/২০২২ তারিখে বিবাদীর SCBL ব্যাংকে যাহার একাউন্ট নং- ২৪১১৩৫৮৭৮০১ হিসাবে ৪,৫০,০০০/- (চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা, গত ২৭/১০/২০২২ইং তারিখে বিবাদীর উক্ত A/C নম্বরে পুনরায় ৪,৫০,০০০((চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা ,

অবিকল নকল প্রত্যায়িত
১৭.০৭.২৪
[illegible]
নকল শাখা
সি.এম.এম কোর্ট
বরিশাল।

আসামী হাজির করা হইল।
০৩/১২/২০২৩
[illegible]

গত ২২-০৬-২০২৩ ইং তারিখ আসামীর COX BAZAR শাখার ব্যাংক এশিয়া হিসাব নং ০৪৬৩৩০০১৫৭৯ তে ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা, বিগত ১৫/০৬/২০২৩ইং তারিখ উক্ত একই একাউন্টে ১৯,৩২,০০০/- (উনিশ লক্ষ বত্রিশ হাজার) টাকা, বিগত ২২/১২/২০২২ইং তারিখ Standar Chartered BANK, GULSHAN শাখার A/C নং ২৪১১৩৫৮৭৮০১ হিসাবে ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকা বিগত ০৭/০৫/২০২৩ ইং তারিখ বিবাদীর Standar Chartered BANK, গুলশান শাখা,ঢাকা এর ২৪১১৩৫৮৭৮০১ নং হিসাবে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা অর্থাৎ আসামী বিভিন্ন ব্যাংক হিসাবে সর্বমোট ৪৭,৩২,০০০/- (সাত চল্লিশ লক্ষ বত্রিশ হাজার) টাকা, গত ইং ০১-০১-২০২৩ তারিখ বিবাদী এর চাহিত মতে সাক্ষীদের মোকাবেলায় নগদ ৫,০০,০০০(পাঁচ লক্ষ) টাকা এবং বাকী টাকার পরিবর্তে বিগত ০৭/০৫/২০১৩ইং তারিখে ৪২,৬৮,০০০/- (বিয়াল্লিশ লক্ষ আটষট্টি হাজার) টাকা মূল্যের বরিশাল কাশিপুর চহুতপুর নামক স্থানে বিবাদীকে ১২.১৯ (বার দশমিক এক নয় শতাংশ) সম্পত্তির দলিল প্রদান করেন। যাহার দলিল নং- ৬৩৮২। অর্থাৎ বাদী কর্তৃক বিগত ০১/০৮/২০২২ ইং তারিখের অঙ্গীকারনামায় শর্ত মোতাবেক সিকিউরিটি স্বরূপ (অলিখিত ৯৫,০০,০০০/- (পঁচানব্বই লক্ষ) টাকা পরিশোধ করেন। বাদী বিবাদীক সমুদয় টাকা প্রদান করা স্বত্বেও বাদী কর্তৃক বিবাদীকে প্রদেয় বিগত ০১/০৮/২০২২ইং তারিখ সিকিউরিটি স্বরূপ অলিখিত চেকটি (টাকার অংক তারিখ বিহীন) ফেরৎ চাহিলে, বিবাদী উক্ত চেকটি ফেরত না দিয়া আজ কাল বলিয়া নানা তালবাহানা করিতে থাকে। পরবর্তীতে বিবাদী চেকটি বাদীকে প্রদান না করিলে,বাদী বিষয়টি কতিপয় স্বাক্ষীদের জ্ঞাত করিলে, উক্ত সাক্ষগীগন বিবাদীর নিকট বাদীর প্রদেয় অলিখিত চেকটি ফেরৎ চাহিলে, বিবাদী চেকটি ফেরৎ দিবেন মর্মে, বিভিন্ন দিন ক্ষন নির্ধারণ করে ঘুরাইতে থাকে। ইহার পর বিবাদী উক্ত অলিখিত চেক খানা ফেরৎ না দিয়া সে অবৈধভাবে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে উক্ত অলিখিত চেকটি জালিয়াতীভাবে নিজেই সকল কলাম পূরন করতঃ বিগত ইং ১৩/০৯/২০২৩ তারিখ রূপালী ব্যাংক লিঃ, উত্তরা মডল টাউন শাখায় জমা প্রদান করে এবং চেক খানা ডিজঅনার করাইয়া বিগত ২৫/০৯/২০২৩ইং তারিখ বাদীকে লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করে। বাদী বিবাদীর প্রদেয় উক্ত লিগ্যাল নোটিশের জবাবে, বাদী বিবাদীকে চেকের সমুদয় টাকা প্রদান করা স্বত্বেও পুনরায় বিবাদীকে অসৎ উদ্দেশ্যে লাভবান হওয়া হইতে বিরত থাকিয়া চেকটি ফেরৎ প্রদান করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু বিবাদী উক্ত চেক খানা ফেরৎ প্রদান না করিয়া গত ইংরেজী ০৯/১১/২০১৩ইং তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার ঢাকা বিজ্ঞ সি,এম,এম আদালতে, অফিস চলাকালীন সময় বিবাদী উক্ত অলিখিত চেকটিতে নিজেই সকল কলাম পূরণ করিয়া প্রতারণার জন্য জালিয়াতী করিয়া বিজ্ঞ সি,এম,এম আদালত, ঢাকাতে উক্ত চেক ও স্ট্যাম্প ব্যবহার করিয়া বাদীর বিরুদ্ধে একটি সি,আর নং- ১৬২১/২০২৩ (উত্তরা) মোকদ্দমা দায়ের করেন । বাদী উক্ত মোকাদ্দমার কপি সংগ্রহ করিয়া, উক্ত মোকদ্দমা সম্পর্কে কতিপয় স্বাক্ষীদের জ্ঞাত করিয়া স্বাক্ষীদের সহিত পরামর্শক্রমে কতিপয় স্বাক্ষী সহ বিবাদীর বসত গৃহে যাইয়া,বিবাদীর নিকট তাহার প্রদেয় অলিখিত (চেকের বিপরীতে সকল টাকা প্রদান করা স্বত্বেও) চেকটি পুনরায় ফেরৎ চাহিতে গেলে, শেষোক্ত ঘটনাস্থল এবং অস্বীকারের তারিখ অর্থাৎ গত ২৪-১১-২০২৩ ইং তারিখ রোজ শুক্রবার বিকাল ০৪(চার) ঘটিকার সময় বিবাদী তাহাদের উপর ক্ষিপ্ত হইয়া বাদী সহ কতিপয় স্বাক্ষীদের সহিত দূর্ব্যবহার করিতে থাকে এবং এই ঘটনা লইয়া বেশী বাড়াবাড়ি করিলে, খুন জখমের হুমকি দিয়া তাহাদের বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দেয়।

তদন্তকারী অফিসারের মতামতঃ আমার সার্বিক তদন্তে, প্রাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণেও ঘটনার পারিপার্শ্বিকতায় আসামী ১। আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০), পিতা- মৃত এমএ হাকিম সাং- নিউ কলেজ রোড, বৈদ্যপাড়া,২০ নং ওয়ার্ড থানা- কোতয়ালী জেলাঃ বরিশাল বাদীর সরলতা ও বিশ্বস্ততার সুযোগ নিয়া প্রতারণামূলক বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়া বিবাদীর নিকট বাদীর রক্ষিত সিকিউরিটি স্বরূপ অলিখিত চেকটিতে অবৈধভাবে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে চেকটি জাল-জালিয়াতী করিয়া, বাদীর সম্মতি ব্যতিরেকে তাহার অগোচরে বিবাদী নিজেই উক্ত চেকের সকল কলাম পূরণ করিয়া এবং হুমকি প্রদান করিয়া বিবাদী দন্ড বিধি আইনের ৪০৬/৪২০/ ৪৬৫/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৫০৬ ধারায় অপরাধ করিয়াছে মর্মে প্রাথমিক ভাবে প্রতীয়মান হইতেছে।

অতএব, অত্র মামলার অনুসন্ধান প্রতিবেদন আপনার সদয় অবগতির জন্য প্রেরন করিলাম।

বিনীত

৩০-১২-২০২৩

(মোঃ শিহাব উদ্দিন)

বিপি নং-৯৩২১২৩৮৪৮২

উপ-পুলিশ পরিদর্শক

কোতয়ালী থানা,বিএমপি,বরিশাল।

মোবাইল-০১৬৮০০৮১২৭৬

সত্য নকল প্রত্যায়িত

CamScanner

সি,পি-৪২৪/২০২৩ (কোতয়ালী)

সাক্ষীর জবানবন্দী

সাক্ষীঃ এ্যাডঃ মোঃ নুরুল হক দুলাল (৬০), পিতা- মৃত ওয়াজেদ আলী মোল্লা, সাং- ইছাকাটি ২৯ নং ওয়ার্ড, থানা- এয়ারপোর্ট, বি,এম,পি,বরিশাল এর ফৌঃকাঃ বিঃ ১৬১ ধারায় রেকর্ডকৃত জবানবন্দী।

সূত্রঃ এম পি মামলা নং-৪২৪/২০২৩ ধারা-৪০৬/৪২০/৪৬৫/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৫০৬ পেনাল কোড।

আমার ঠিকানা উপরে সঠিকভাবে লেখা আছে । আমি পেশায় একজন আইনজীবী।আপনার জিজ্ঞাসাবাদে বলিতেছি যে,অত্র মামলার বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) অত্র মামলার বাদীর ঘনিষ্ট আত্মীয় অর্থাৎ শ্যালক। বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) একটি প্রাইভেট ফার্ম,কক্সবাজার এর একজন উর্ধত্বন কর্মকর্তা ছিলেন এবং বর্তমানে সে উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করেন না। বিবাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা কালীন বাদীর সহিত তাহার সুসম্পর্ক ছিলো এবং তাহাদের সুসম্পর্কের দরুন বিবাদী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন একাউন্ট হইতে তাহার বিভিন্ন উপায়ে উপার্জিত অর্থ বাদীর ব্যাংক একাউন্টে প্রেরন করিত। বিবাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা কালীন বাদীকে তাহার মেসার্স মাসুদ এন্টারপ্রাইজ নামীয় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে একটি কাজ দেয়। বাদী ও বিবাদীদের মধ্যে সু-সম্পর্কের কারনে তাহাদের মধ্যে আর্থিক লেনদেন সমূহের কোন লিখিত চুক্তিনামা ছিলো না। বিবাদী উক্ত ঠিকাদারি কাজের জন্য বাদীর নিকট মুনাফার ৫০% অর্থ অবৈধভাবে দাবী করিলে এবং বাদীকে প্রদেয় অর্থ বাদী তাহাকে নগদ ও ব্যাংকে পরিশোধ করিয়াছে মর্মে বাদী দাবী করিলে উক্ত বিষয়ে বাদী ও বিবাদীদের মধ্যে মত বিরোধ দেখা দিলে, বিবাদী বাদীর বিরুদ্ধে বরিশাল এয়ারপোর্ট থানায় একটি মামলা করেন। তাদের উক্ত বিরোধের কারনে আমি সহ উভয় পক্ষের লোকজন বিবাদীর বসত ঘরে বসিয়া গত ০১/০৮/২০২২ ইং তারিখ রোজ সোমবার বিকাল ৪(চার) ঘটিকার সময়,বিবাদীর বাসার আলোচনার জন্য বসি এবং উভয় পক্ষ আলোচনা করিয়া বিরোধীয় বিষয়ে মীমাংশার স্বার্থে একটি অঙ্গীকারনামা করা হয় যাতে লেখা ছিলো, বাদী বিবাদীকে নগদ ৫ লক্ষ টাকা দবে এবং আগামী ০১(এক) বছরের মধ্য ০১-০৮-২০২৩ তারিখের মধ্যে বাদী বিবাদী কে ৯৫ লক্ষ টাকা পরিশোধ করিবে। এই শর্ত অনুযায়ী বাদী তাহার রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাল শাখা, বরিশাল এর একটি অ- লিখিত বিবাদীকে চেক প্রদান করেন, যাহার চেক নং- CHLT 8419742। চেকটিতে টাকার অংক ও তারিখ বিহীন অর্থাৎ অন্যান্য কালাম গুলি অপূরণীয় ছিল। শুধুমাত্র বাদী স্বাক্ষর করিয়া (অলিখিত চেকটি) বিবাদীকে স্বাক্ষীদের মধ্যস্থতায় উক্ত চেক বিবাদীকে প্রদান করেন। ইহার পর বাদী সময় মত বিবাদীকে সমুদয় টাকা পরিশোধ করিলেও, বিবাদী বিবাদী উক্ত চেক খানা ফেরৎ প্রদান না করিয়া গত ইংরেজী ০৯/১১/২০১৩ইং তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার ঢাকা বিজ্ঞ সি,এম,এম আদালতে, অফিস চলাকালীন সময় বিবাদী উক্ত অলিখিত চেকটিতে নিজেই সকল কলাম পূরণ করিয়া প্রতারণার জন্য জালিয়াতী করিয়া বিজ্ঞ সি,এম,এম আদালত, ঢাকাতে উক্ত চেক ও স্ট্যাম্প ব্যবহার করিয়া বাদীর বিরুদ্ধে একটি সি,আর নং- ১৬২১/২০২৩ (উত্তরা)মোকদ্দমা দায়ের করেন । বাদী উক্ত মোকাদ্দমার কপি সংগ্রহ করিয়া, উক্ত মোকদ্দমা সম্পর্কে কতিপয় স্বাক্ষীদের জ্ঞাত করিয়া স্বাক্ষীদের সহিত পরামর্শক্রমে কতিপয় স্বাক্ষী সহ বিবাদীর বসত গৃহে যাইয়া,বিবাদীর নিকট তাহার প্রদেয় অলিখিত (চেকের বিপরীতে সকল টাকা প্রদান করা স্বত্বেও) চেকটি পুনরায় ফেরৎ চাহিতে গেলে, শেষোক্ত ঘটনাস্থল এবং অস্বীকারের তারিখ অর্থাৎ গত ২৪-১১-২০২৩ ইং তারিখ রোজ শুক্রবার বিকাল ০৪(চার) ঘটিকার সময় বিবাদী তাহাদের উপর ক্ষিপ্ত হইয়া বাদী সহ কতিপয় স্বাক্ষীদের সহিত দূর্ব্যবহার করিতে থাকে এবং এই ঘটনা লইয়া বেশী বাড়াবাড়ি করিলে, খুন জখমের হুমকি দিয়া তাহাদের বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দেয়।

এই আমার জবানবন্দী ।

লিপিবদ্ধকারী

১৭-১২-২০২৩

(মোঃ শিহাব উদ্দিন)

বিপি নং-৯৩২১২৩৮৪৮২

উপ-পুলিশ পরিদর্শক

কোতয়ালী থানা,বিএমপি,বরিশাল।

মোবাইল-০১৬৮০০৮১২৭৬

সহিমুক্ত নকল প্রত্যায়িত
[illegible]
বরিশাল।

৫৭ ১৭-০১-২৪ ১৭-০২-২৪ ১৭-০২-২৪ ২১-০২-২৫

১৩-০১-২৪

মোকাদ্দমা:- বিজ্ঞ চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আমলী আদালত-০১, বরিশাল

এমপি-৪২৪/২০২৩ (কোতয়ালী)

সাক্ষীর জবানবন্দী

সাক্ষীঃ মোঃ সুলতান আহাম্মেদ(৮০), পিতা- মৃত আলহাজ্ব মোক্লেসুর রহমান , সাং- কাশিপুর,২৮ নং ওয়ার্ড, থানা- এয়ারপোর্ট, বি,এম,পি,বরিশাল এর ফৌঃকাঃ বিঃ ১৬১ ধারায় রেকর্ডকৃত জবানবন্দী।

সূত্রঃ এমপি মামলা নং-৪২৪/২০২৩ ধারা-৪০৬/৪২০/৪৬৫/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৫০৬ পেনাল কোড।

আমার ঠিকানা উপরে সঠিকভাবে লেখা আছে।অত্র মালার বাদী ও বিবাদী আমার পূর্ব পরিচিত।আপনার জিজ্ঞাসাবাদে বলিতেছি যে,অত্র মামলার বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) অত্র মামলার বাদী মাসুদ এর ঘনিষ্ট আত্মীয় অর্থাৎ শ্যালক। বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) একটি প্রাইভেট ফার্ম,কক্সবাজার এর একজন উর্ধত্বন কর্মকর্তা ছিলেন এবং বর্তমানে সে উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করেন না। বিবাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা কালীন বাদীর সহিত তাহার সুসম্পর্ক ছিলো এবং তাহাদের সুসম্পর্কের দরুন বিবাদী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন একাউন্ট হইতে তাহার বিভিন্ন উপায়ে উপার্জিত অর্থ বাদীর ব্যাংক একাউন্টে প্রেরন করিত। বিবাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা কালীন বাদীকে তাহার মেসার্স মাসুদ এন্টারপ্রাইজ নামীয় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে একটি কাজ দেয়। বাদী ও বিবাদীদের মধ্যে সু-সম্পর্কের কারনে তাহাদের মধ্যে আর্থিক লেনদেন সমূহের কোন লিখিত চুক্তিনামা ছিলো না। বিবাদী উক্ত ঠিকাদারি কাজের জন্য বাদীর নিকট মুনাফার ৫০% অর্থ অবৈধভাবে দাবী করিলে এবং বাদীকে প্রদেয় অর্থ বাদী তাহাকে নগদ ও ব্যাংকে পরিশোধ করিয়াছে মর্মে বাদী দাবী করিলে উক্ত বিষয়ে বাদী ও বিবাদীদের মধ্যে মত বিরোধ দেখা দিলে, বিবাদী বাদীর বিরুদ্ধে বরিশাল এয়ারপোর্ট থানায় একটি মামলা করেন। তাদের উক্ত বিরোধের কারনে আমি সহ উভয় পক্ষের লোকজন বিবাদীর বসত ঘরে বসিয়া গত ০১/০৮/২০২২ ইং তারিখ রোজ সোমবার বিকাল ৪(চার) ঘটিকার সময়,বিবাদীর বাসায় আলোচনার জন্য বসি এবং উভয় পক্ষ আলোচনা করিয়া বিরোধীয় বিষয়ে মীমাংশার স্বার্থে একটি অঙ্গীকারনামা করা হয় যাতে লেখা ছিলো, বাদী বিবাদীকে নগদ ৫ লক্ষ টাকা দবে এবং আগামী ০১(এক) বছরের মধ্য ০১-০৮-২০২৩ তারিখের মধ্যে বাদী বিবাদী কে ৯৫ লক্ষ টাকা পরিশোধ করিবে। এই শর্ত অনুযায়ী বাদী তাহার রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাল শাখা, বরিশাল এর একটি অ- লিখিত বিবাদীকে চেক প্রদান করেন, যাহার চেক নং- CHLT 8419742। চেকটিতে টাকার অংক ও তারিখ বিহীন অর্থাৎ অন্যান্য কালাম গুলি অপূরণীয় ছিল। শুধুমাত্র বাদী স্বাক্ষর করিয়া (অলিখিত চেকটি) বিবাদীকে স্বাক্ষীদের মধ্যস্থতায় উক্ত চেক বিবাদীকে প্রদান করেন। ইহার পর বাদী সময় মত বিবাদীকে সমুদয় টাকা পরিশোধ করিলেও, বিবাদী বিবাদী উক্ত চেক খানা ফেরৎ প্রদান না করিয়া গত ইংরেজী ০৯/১১/২০১৩ইং তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার ঢাকা বিজ্ঞ সি,এম,এম আদালতে, অফিস চলাকালীন সময় বিবাদী উক্ত অলিখিত চেকটিতে নিজেই সকল কলাম পূরণ করিয়া প্রতারণার জন্য জালিয়াতী করিয়া বিজ্ঞ সি,এম,এম আদালত, ঢাকাতে উক্ত চেক ও স্ট্যাম্প ব্যবহার করিয়া বাদীর বিরুদ্ধে একটি সি,আর নং- ১৬২১/২০২৩ (উত্তরা)মোকদ্দমা দায়ের করেন । বাদী উক্ত মোকাদ্দমার কপি সংগ্রহ করিয়া, উক্ত মোকদ্দমা সম্পর্কে কতিপয় স্বাক্ষীদের জ্ঞাত করিয়া স্বাক্ষীদের সহিত পরামর্শক্রমে কতিপয় স্বাক্ষী সহ বিবাদীর বসত গৃহে যাইয়া,বিবাদীর নিকট তাহার প্রদেয় অলিখিত (চেকের বিপরীতে সকল টাকা প্রদান করা স্বত্বেও) চেকটি পুনরায় ফেরৎ চাহিতে গেলে, শেষোক্ত ঘটনাস্থল এবং অস্বীকারের তারিখ অর্থাৎ গত ২৪-১১-২০২৩ ইং তারিখ রোজ শুক্রবার বিকাল ০৪(চার) ঘটিকার সময় বিবাদী তাহাদের উপর ক্ষিপ্ত হইয়া বাদী সহ কতিপয় স্বাক্ষীদের সহিত দূর্ব্যবহার করিতে থাকে এবং এই ঘটনা লইয়া বেশী বাড়াবাড়ি করিলে, খুন জখমের হুমকি দিয়া তাহাদের বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দেয়।

এই আমার জবানবন্দী ।

অতিরিক্ত সকল প্রত্যায়িত
[illegible]
নকল শাখা
সি.এম.এম কোর্ট
বরিশাল।

লিপিবদ্ধকারী

[signature]

০৭-১২-২০২৩

(মোঃ শিহাব উদ্দিন)

বিপি নং-৯৩২১১২৩৮৪৮২

উপ-পুলিশ পরিদর্শক

কোতয়ালী থানা,বিএমপি,বরিশাল।

মোবাইল-০১৬৮০০৮১২৭৬

CamScanner

১৫৭ / ১৮-০১-২৪ ১৭-০১-২৪ ১৭-০১-২৪ ১৭-০১-২৪ ২১.০১.২৪

মোকাদ্দমা- বিজ্ঞ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ফৌজদারী আদালত বরিশাল

এম,পি- ৪২৪/২০২৩ (কোতোয়ালী)

সাক্ষীর জবানবন্দী

সাক্ষীঃ মোঃ মনোয়ার হোসেন লিটন @ মোঃ লিটন খান(৫০), পিতা- মৃত আলী আজিম খান , সাং-টুমচর, থানা-বন্দর, বি,এম,পি,বরিশাল এর ফৌঃকাঃ বিঃ ১৬১ ধারায় রেকর্ডকৃত জবানবন্দী।

সূত্রঃ এমপি মামলা নং-৪২৪/২০২৩ ধারা-৪০৬/৪২০/৪৬৫/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৫০৬ পেনাল কোড।

আমার ঠিকানা উপরে সঠিকভাবে লেখা আছে।অত্র মালার বাদী ও বিবাদী আমার পূর্ব পরিচিত।আপনার জিজ্ঞাসাবাদে বলিতেছি যে,অত্র মামলার বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) অত্র মামলার বাদী মাসুদ এর ঘনিষ্ট আত্মীয় অর্থাৎ শ্যালক। বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) একটি প্রাইভেট ফার্ম,কক্সবাজার এর একজন উর্ধত্বন কর্মকর্তা ছিলেন এবং বর্তমানে সে উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করেন না। বিবাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা কালীন বাদীর সহিত তাহার সুসম্পর্ক ছিলো এবং তাহাদের সুসম্পর্কের দরুন বিবাদী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন একাউন্ট হইতে তাহার বিভিন্ন উপায়ে উপার্জিত অর্থ বাদীর ব্যাংক একাউন্টে প্রেরন করিত। বিবাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা কালীন বাদীকে তাহার মেসার্স মাসুদ এন্টারপ্রাইজ নামীয় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে একটি কাজ দেয়। বাদী ও বিবাদীদের মধ্যে সু-সম্পর্কের কারনে তাহাদের মধ্যে আর্থিক লেনদেন সমূহের কোন লিখিত চুক্তিনামা ছিলো না। বিবাদী উক্ত ঠিকাদারি কাজের জন্য বাদীর নিকট মুনাফার ৫০% অর্থ অবৈধভাবে দাবী করিলে এবং বাদীকে প্রদেয় অর্থ বাদী তাহাকে নগদ ও ব্যাংকে পরিশোধ করিয়াছে মর্মে বাদী দাবী করিলে উক্ত বিষয়ে বাদী ও বিবাদীদের মধ্যে মত বিরোধ দেখা দিলে, বিবাদী বাদীর বিরুদ্ধে বরিশাল এয়ারপোর্ট থানায় একটি মামলা করেন। তাদের উক্ত বিরোধের কারনে আমি সহ উভয় পক্ষের লোকজন বিবাদীর বসত ঘরে বসিয়া গত ০১/০৮/২০২২ ইং তারিখ রোজ সোমবার বিকাল ৪(চার) ঘটিকার সময়,বিবাদীর বাসায় আলোচনার জন্য বসি এবং উভয় পক্ষ আলোচনা করিয়া বিরোধীয় বিষয়ে মীমাংশার স্বার্থে একটি অঙ্গীকারনামা করা হয় যাতে লেখা ছিলো, বাদী বিবাদীকে নগদ ৫ লক্ষ টাকা দবে এবং আগামী ০১(এক) বছরের মধ্য ০১-০৮-২০২৩ তারিখের মধ্যে বাদী বিবাদী কে ৯৫ লক্ষ টাকা পরিশোধ করিবে। এই শর্ত অনুযায়ী বাদী তাহার রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, সেন্ট্রাল্ বাস টার্মিনাল শাখা, বরিশাল এর একটি অ- লিখিত বিবাদীকে চেক প্রদান করেন, যাহার চেক নং- CHLT 8419742। চেকটিতে টাকার অংক ও তারিখ বিহীন অর্থাৎ অন্যান্য কালাম গুলি অপূরণীয় ছিল। শুধুমাত্র বাদী স্বাক্ষর করিয়া (অলিখিত চেকটি) বিবাদীকে স্বাক্ষীদের মধ্যস্থতায় উক্ত চেক বিবাদীকে প্রদান করেন। ইহার পর বাদী সময় মত বিবাদীকে সমুদয় টাকা পরিশোধ করিলেও, বিবাদী বিবাদী উক্ত চেক খানা ফেরৎ প্রদান না করিয়া গত ইংরেজী ০৯/১১/২০১৩ইং তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার ঢাকা বিজ্ঞ সি,এম,এম আদালতে, অফিস চলাকালীন সময় বিবাদী উক্ত অলিখিত চেকটিতে নিজেই সকল কলাম পূরণ করিয়া প্রতারণার জন্য জালিয়াতী করিয়া বিজ্ঞ সি,এম,এম আদালত, ঢাকাতে উক্ত চেক ও স্ট্যাম্প ব্যবহার করিয়া বাদীর বিরুদ্ধে একটি সি,আর নং- ১৬২১/২০২৩ (উত্তরা)মোকদ্দমা দায়ের করেন । বাদী উক্ত মোকাদ্দমার কপি সংগ্রহ করিয়া, উক্ত মোকদ্দমা সম্পর্কে কতিপয় স্বাক্ষীদের জ্ঞাত করিয়া স্বাক্ষীদের সহিত পরামর্শক্রমে কতিপয় স্বাক্ষী সহ বিবাদীর বসত গৃহে যাইয়া,বিবাদীর নিকট তাহার প্রদেয় অলিখিত (চেকের বিপরীতে সকল টাকা প্রদান করা স্বত্বেও) চেকটি পুনরায় ফেরৎ চাহিতে গেলে, শেষোক্ত ঘটনাস্থল এবং অস্বীকারের তারিখ অর্থাৎ গত ২৪-১১-২০২৩ ইং তারিখ রোজ শুক্রবার বিকাল ০৪(চার) ঘটিকার সময় বিবাদী তাহাদের উপর ক্ষিপ্ত হইয়া বাদী সহ কতিপয় স্বাক্ষীদের সহিত দূর্ব্যবহার করিতে থাকে এবং এই ঘটনা লইয়া বেশী বাড়াবাড়ি করিলে, খুন জখমের হুমকি দিয়া তাহাদের বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দেয়।

এই আমার জবানবন্দী ।

প্রতিলিপি নকল প্রত্যায়িত
২১-০১-২৪
নকলকারক
নকল শাখা
সি,এম,এম কোর্ট
বরিশাল।

লিপিবদ্ধকারী

০১-১২-২০২৩
(মোঃ শিহাব উদ্দিন)

বিপি নং-৯৩২১১২৩৮৪৮২

উপ-পুলিশ পরিদর্শক

কোতয়ালী থানা,বিএমপি,বরিশাল।

মোবাইল-০১৬৮০০৮১২৭৬

CamScanner

৫৭ ১৭-০২-২৪ ১৭-০২-২৪ ১৭-০২-২৪ ২২.০৩.২৪
২০-০১-২৪

[illegible] বিজ্ঞ চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত [illegible]-০১, বরি
[illegible] সি - ৪২৪/২০২৩ (কোতয়ালী)

সাক্ষীর জবানবন্দী

সাক্ষীঃ মোঃ আনিছুর রহমান(৬০), পিতা-মোনাছেফ আলী হাওলাদার, সাং-,দিয়া পাড়া,২৯ নং ওয়ার্ড থানা-বিমানবন্দর, বি,এম,পি,বরিশাল এর ফৌঃকাঃ বিঃ ১৬১ ধারায় রেকর্ডকৃত জবানবন্দী।

সূত্রঃ এমপি মামলা নং-৪২৪/২০২৩ ধারা-৪০৬/৪২০/৪৬৫/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৫০৬ পেনাল কোড।

আমার ঠিকানা উপরে সঠিকভাবে লেখা আছে। অত্র মালার বাদী ও বিবাদী আমার আমার পূর্ব পরিচিত। আপনার জিজ্ঞাসাবাদে বলিতেছি যে,অত্র মামলার বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) অত্র মামলার বাদী মাসুদ এর ঘনিষ্ট আত্মীয় অর্থাৎ শ্যালক। বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) একটি প্রাইভেট ফার্ম,কক্সবাজার এর একজন উর্ধতন কর্মকর্তা ছিলেন এবং বর্তমানে সে উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করেন না। বিবাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা কালীন বাদীর সহিত তাহার সুসম্পর্ক ছিলো এবং তাহাদের সুসম্পর্কের দরুন বিবাদী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন একাউন্ট হইতে তাহার বিভিন্ন উপায়ে উপার্জিত অর্থ বাদীর ব্যাংক একাউন্টে প্রেরন করিত। বিবাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা কালীন বাদীকে তাহার মেসার্স মাসুদ এন্টারপ্রাইজ নামীয় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে একটি কাজ দেয়। বাদী ও বিবাদীদের মধ্যে সু-সম্পর্কের কারনে তাহাদের মধ্যে আর্থিক লেনদেন সমুহের কোন লিখিত চুক্তিনামা ছিলো না। বিবাদী উক্ত ঠিকাদারি কাজের জন্য বাদীর নিকট মুনাফার ৫০% অর্থ অবৈধভাবে দাবী করিলে এবং বাদীকে প্রদেয় অর্থ বাদী তাহাকে নগদ ও ব্যাংকে পরিশোধ করিয়াছে মর্মে বাদী দাবী করিলে উক্ত বিষয়ে বাদী ও বিবাদীদের মধ্যে মত বিরোধ দেখা দিলে, বিবাদী বাদীর বিরুদ্ধে বরিশাল এয়ারপোর্ট থানায় একটি মামলা করেন। তাদের উক্ত বিরোধের কারনে আমি সহ উভয় পক্ষের লোকজন বিবাদীর বসত ঘরে বসিয়া গত ০১/০৮/২০২২ ইং তারিখ রোজ সোমবার বিকাল ৪(চার) ঘটিকার সময়,বিবাদীর বাসায় আলোচনার জন্য বসি এবং উভয় পক্ষ আলোচনা করিয়া বিরোধীয় বিষয়ে মীমাংশার স্বার্থে একটি অঙ্গীকারনামা করা হয় যাতে লেখা ছিলো, বাদী বিবাদীকে নগদ ৫ লক্ষ টাকা দবে এবং আগামী ০১(এক) বছরের মধ্য ০১-০৮-২০২৩ তারিখের মধ্যে বাদী বিবাদী কে ৯৫ লক্ষ টাকা পরিশোধ করিবে। এই শর্ত অনুযায়ী বাদী তাহার রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাল শাখা, বরিশাল এর একটি অ- লিখিত বিবাদীকে চেক প্রদান করেন, যাহার চেক নং- CHLT 8419742। চেকটিতে টাকার অংক ও তারিখ বিহীন অর্থাৎ অন্যান্য কালাম গুলি অপুরণীয় ছিল। শুধুমাত্র বাদী স্বাক্ষর করিয়া (অলিখিত চেকটি) বিবাদীকে স্বাক্ষীদের মধ্যস্থতায় উক্ত চেক বিবাদীকে প্রদান করেন। ইহার পর বাদী সময় মত বিবাদীকে সমুদয় টাকা পরিশোধ করিলেও, বিবাদী উক্ত চেক খানা ফেরৎ প্রদান না করিয়া গত ইংরেজী ০৯/১১/২০১৩ইং তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার ঢাকা বিজ্ঞ সি,এম,এম আদালতে, অফিস চলাকালীন সময় বিবাদী উক্ত অলিখিত চেকটিতে নিজেই সকল কলাম পূরণ করিয়া প্রতারণার জন্য জালিয়াতী করিয়া বিজ্ঞ সি,এম,এম আদালত, ঢাকাতে উক্ত চেক ও স্ট্যাম্প ব্যবহার করিয়া বাদীর বিরুদ্ধে একটি সি,আর নং- ১৬২১/২০২৩ (উত্তরা)মোকদ্দমা দায়ের করেন । বাদী উক্ত মোকাদ্দমার কপি সংগ্রহ করিয়া, উক্ত মোকদ্দমা সম্পর্কে কতিপয় স্বাক্ষীদের জ্ঞাত করিয়া স্বাক্ষীদের সহিত পরামর্শক্রমে কতিপয় স্বাক্ষী সহ বিবাদীর বসত গৃহে যাইয়া,বিবাদীর নিকট তাহার প্রদেয় অলিখিত (চেকের বিপরীতে সকল টাকা প্রদান করা স্বত্তেও) চেকটি পুনরায় ফেরৎ চাহিতে গেলে, শেষোক্ত ঘটনাস্থল এবং অস্বীকারের তারিখ অর্থাৎ গত ২৪-১১-২০২৩ ইং তারিখ রোজ শুক্রবার বিকাল ০৪(চার) ঘটিকার সময় বিবাদী তাহাদের উপর ক্ষিপ্ত হইয়া বাদী সহ কতিপয় স্বাক্ষীদের সহিত দূর্ব্যবহার করিতে থাকে এবং এই ঘটনা লইয়া বেশী বাড়াবাড়ি করিলে, খুন জখমের হুমকি দিয়া তাহাদের বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দেয়।

এই আমার জবানবন্দী ।

[illegible] নকল প্রত্যায়িত
[illegible]
[illegible] তুলনাকারক
নকল শাখা
সি,এম,এম কোর্ট
বরিশাল।

লিপিবদ্ধকারী
মোঃ শিহাব উদ্দিন
০৯-১২-২০২৩
(মোঃ শিহাব উদ্দিন)

বিপি নং-৯৩২১২৩৮৪৮২

উপ-পুলিশ পরিদর্শক

কোতয়ালী থানা,বিএমপি,বরিশাল।

মোবাইল-০১৬৮০০৮১২৭৬

CamScanner

৫৭
১০-০১-২৪ ১৭-০১-২৪ ১৭-০১-২৪ ১৭-০১-২৪ ২১:০১:২৪

(মোকাদ্দমা:- বিজ্ঞ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আমলী আদালত-০২, বরি:
এম, পি- ৪২৪/২০২৩ (কোতয়ালী)

সাক্ষীর জবানবন্দী

সাক্ষীঃ আঃ হালিম (৬৫), পিতা- মৃত মকবুল আহম্মেদ , সাং-কাশিপুর,২৮ নং ওয়ার্ড থানা-বিমানবন্দর, বি,এম,পি,বরিশাল এর ফৌঃকাঃ বিঃ ১৬১ ধারায় রেকর্ডকৃত জবানবন্দী।

সূত্রঃ এমপি মামলা নং-৪২৪/২০২৩ ধারা-৪০৬/৪২০/৪৬৫/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৫০৬ পেনাল কোড।

আমার ঠিকানা উপরে সঠিকভাবে লেখা আছে। অত্র মালার বাদী ও বিবাদী আমার আমার পূর্ব পরিচিত। আপনার জিজ্ঞাসাবাদে বলিতেছি যে,অত্র মামলার বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) অত্র মামলার বাদী মাসুদ এর ঘনিষ্ট আত্মীয় অর্থাৎ শ্যালক। বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) একটি প্রাইভেট ফার্ম,কক্সবাজার এর একজন উর্ধত্বন কর্মকর্তা ছিলেন এবং বর্তমানে সে উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করেন না। বিবাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা কালীন বাদীর সহিত তাহার সুসম্পর্ক ছিলো এবং তাহাদের সুসম্পর্কের দরুন বিবাদী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন একাউন্ট হইতে তাহার বিভিন্ন উপায়ে উপার্জিত অর্থ বাদীর ব্যাংক একাউন্টে প্রেরন করিত। বিবাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা কালীন বাদীকে তাহার মেসার্স মাসুদ এন্টারপ্রাইজ নামীয় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে একটি কাজ দেয়। বাদী ও বিবাদীদের মধ্যে সু-সম্পর্কের কারনে তাহাদের মধ্যে আর্থিক লেনদেন সমূহের কোন লিখিত চুক্তিনামা ছিলো না। বিবাদী উক্ত ঠিকাদারি কাজের জন্য বাদীর নিকট মুনাফার ৫০% অর্থ অবৈধভাবে দাবী করিলে এবং বাদীকে প্রদেয় অর্থ বাদী তাহাকে নগদ ও ব্যাংকে পরিশোধ করিয়াছে মর্মে বাদী দাবী করিলে উক্ত বিষয়ে বাদী ও বিবাদীদের মধ্যে মত বিরোধ দেখা দিলে, বিবাদী বাদীর বিরুদ্ধে বরিশাল এয়ারপোর্ট থানায় একটি মামলা করেন। তাদের উক্ত বিরোধের কারনে আমি সহ উভয় পক্ষের লোকজন বিবাদীর বসত ঘরে বসিয়া গত ০১/০৮/২০২২ ইং তারিখ রোজ সোমবার বিকাল ৪(চার) ঘটিকার সময়,বিবাদীর বাসায় আলোচনার জন্য বসি এবং উভয় পক্ষ আলোচনা করিয়া বিরোধীয় বিষয়ে মীমাংশার স্বার্থে একটি অঙ্গীকারনামা করা হয় যাতে লেখা ছিলো, বাদী বিবাদীকে নগদ ৫ লক্ষ টাকা দবে এবং আগামী ০১(এক) বছরের মধ্য ০১-০৮-২০২৩ তারিখের মধ্যে বাদী বিবাদী কে ৯৫ লক্ষ টাকা পরিশোধ করিবে। এই শর্ত অনুযায়ী বাদী তাহার রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাল শাখা, বরিশাল এর একটি অ- লিখিত বিবাদীকে চেক প্রদান করেন, যাহার চেক নং- CHLT 8419742। চেকটিতে টাকার অংক ও তারিখ বিহীন অর্থাৎ অন্যান্য কালাম গুলি অপূরণীয় ছিল। শুধুমাত্র বাদী স্বাক্ষর করিয়া (অলিখিত চেকটি) বিবাদীকে স্বাক্ষীদের মধ্যস্থতায় উক্ত চেক বিবাদীকে প্রদান করেন। ইহার পর বাদী সময় মত বিবাদীকে সমুদয় টাকা পরিশোধ করিলেও, বিবাদী উক্ত চেক খানা ফেরৎ প্রদান না করিয়া গত ইংরেজী ০৯/১১/২০১৩ইং তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার ঢাকা বিজ্ঞ সি,এম,এম আদালতে, অফিস চলাকালীন সময় বিবাদী উক্ত অলিখিত চেকটিতে নিজেই সকল কলাম পূরণ করিয়া প্রতারণার জন্য জালিয়াতী করিয়া বিজ্ঞ সি,এম,এম আদালত, ঢাকাতে উক্ত চেক ও স্ট্যাম্প ব্যবহার করিয়া বাদীর বিরুদ্ধে একটি সি,আর নং- ১৬২১/২০২৩ (উত্তরা)মোকদ্দমা দায়ের করেন । বাদী উক্ত মোকাদ্দমার কপি সংগ্রহ করিয়া, উক্ত মোকদ্দমা সম্পর্কে কতিপয় স্বাক্ষীদের জ্ঞাত করিয়া স্বাক্ষীদের সহিত পরামর্শক্রমে কতিপয় স্বাক্ষী সহ বিবাদীর বসত গৃহে যাইয়া,বিবাদীর নিকট তাহার প্রদেয় অলিখিত (চেকের বিপরীতে সকল টাকা প্রদান করা স্বত্বেও) চেকটি পুনরায় ফেরৎ চাহিতে গেলে, শেষোক্ত ঘটনাস্থল এবং অস্বীকারের তারিখ অর্থাৎ গত ২৪-১১-২০২৩ ইং তারিখ রোজ শুক্রবার বিকাল ০৪(চার) ঘটিকার সময় বিবাদী তাহাদের উপর ক্ষিপ্ত হইয়া বাদী সহ কতিপয় স্বাক্ষীদের সহিত দূর্ব্যবহার করিতে থাকে এবং এই ঘটনা লইয়া বেশী বাড়াবাড়ি করিলে, খুন জখমের হুমকি দিয়া তাহাদের বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দেয়।

এই আমার জবানবন্দী ।

অবিকল নকল প্রত্যায়িত
১০-০১-২৪
প্রধান তুলনাকারক
নকল শাখা
সি.এম.এম কোর্ট
বরিশাল।

লিপিবদ্ধকারী
মো: শিহাব উদ্দিন
১৫-১১-২০২৩
(মোঃ শিহাব উদ্দিন)
বিপি নং-৯৩২১২৩৮৪৮২
উপ-পুলিশ পরিদর্শক
কোতয়ালী থানা,বিএমপি,বরিশাল।
মোবাইল-০১৬৮০০৮১২৭৬

CamScanner

১৭ / ১০-০১-২৪   ১৭-০১-২৪   ১৭-০১-২৪   ১৭-০১-২৪   ২৩.০১.২৪

মোকদ্দমাঃ- বিজ্ঞ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কোতয়ালী আদালত-০১/বরি

এম, পি - ৪২৪/২০২৩ (কোতয়ালী)

সাক্ষীর জবানবন্দী

সাক্ষীঃ মোঃ ফরহাদ হোসেন (৪০), পিতা- আঃ রব রাঢ়ী , সাং-কাশিপুর,২৮ নং ওয়ার্ড থানা-বিমানবন্দর, বি,এম,পি,বরিশাল এর ফৌঃকাঃ বিঃ ১৬১ ধারায় রেকর্ডকৃত জবানবন্দী।

সূত্রঃ এমপি মামলা নং-৪২৪/২০২৩ ধারা-৪০৬/৪২০/৪৬৫/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৫০৬ পেনাল কোড।

আমার ঠিকানা উপরে সঠিকভাবে লেখা আছে। অত্র মালার বাদী ও বিবাদী আমার আমার পূর্ব পরিচিত। আপনার জিজ্ঞাসাবাদে বলিতেছি যে,অত্র মামলার বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) অত্র মামলার বাদী মাসুদ এর ঘনিষ্ট আত্নীয় অর্থাৎ শ্যালক। বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) একটি প্রাইভেট ফার্ম,কক্সবাজার এর একজন উর্ধত্বন কর্মকর্তা ছিলেন এবং বর্তমানে সে উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করেন না। বিবাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা কালীন বাদীর সহিত তাহার সুসম্পর্ক ছিলো এবং তাহাদের সুসম্পর্কের দরুন বিবাদী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন একাউন্ট হইতে তাহার বিভিন্ন উপায়ে উপার্জিত অর্থ বাদীর ব্যাংক একাউন্টে প্রেরন করিত। বিবাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা কালীন বাদীকে তাহার মেসার্স মাসুদ এন্টারপ্রাইজ নামীয় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে একটি কাজ দেয়। বাদী ও বিবাদীদের মধ্যে সু-সম্পর্কের কারনে তাহাদের মধ্যে আর্থিক লেনদেন সমূহের কোন লিখিত চুক্তিনামা ছিলো না। বিবাদী উক্ত ঠিকাদারি কাজের জন্য বাদীর নিকট মুনাফার ৫০% অর্থ অবৈধভাবে দাবী করিলে এবং বাদীকে প্রদেয় অর্থ বাদী তাহাকে নগদ ও ব্যাংকে পরিশোধ করিয়াছে মর্মে বাদী দাবী করিলে উক্ত বিষয়ে বাদী ও বিবাদীদের মধ্যে মত বিরোধ দেখা দিলে, বিবাদী বাদীর বিরুদ্ধে বরিশাল এয়ারপোর্ট থানায় একটি মামলা করেন। তাদের উক্ত বিরোধের কারনে আমি সহ উভয় পক্ষের লোকজন বিবাদীর বসত ঘরে বসিয়া গত ০১/০৮/২০২২ ইং তারিখ রোজ সোমবার বিকাল ৪(চার) ঘটিকার সময়,বিবাদীর বাসায় আলোচনার জন্য বসি এবং উভয় পক্ষ আলোচনা করিয়া বিরোধীয় বিষয়ে মীমাংশার স্বার্থে একটি অঙ্গীকারনামা করা হয় যাতে লেখা ছিলো, বাদী বিবাদীকে নগদ ৫ লক্ষ টাকা দবে এবং আগামী ০১(এক) বছরের মধ্য ০১-০৮-২০২৩ তারিখের মধ্যে বাদী বিবাদী কে ৯৫ লক্ষ টাকা পরিশোধ করিবে। এই শর্ত অনুযায়ী বাদী তাহার রুপালী ব্যাংক লিমিটেড, সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাল শাখা, বরিশাল এর একটি অ- লিখিত বিবাদীকে চেক প্রদান করেন, যাহার চেক নং- CHLT 8419742। চেকটিতে টাকার অংক ও তারিখ বিহীন অর্থাৎ অন্যান্য কালাম গুলি অপূরণীয় ছিল। শুধুমাত্র বাদী স্বাক্ষর করিয়া (অলিখিত চেকটি) বিবাদীকে স্বাক্ষীদের মধ্যস্থতায় উক্ত চেক বিবাদীকে প্রদান করেন। ইহার পর বাদী সময় মত বিবাদীকে সমুদয় টাকা পরিশোধ করিলেও, বিবাদী উক্ত চেক খানা ফেরৎ প্রদান না করিয়া গত ইংরেজী ০৯/১১/২০১৩ইং তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার ঢাকা বিজ্ঞ সি,এম,এম আদালতে, অফিস চলাকালীন সময় বিবাদী উক্ত অলিখিত চেকটিতে নিজেই সকল কলাম পূরণ করিয়া প্রতারণার জন্য জালিয়াতী করিয়া বিজ্ঞ সি,এম,এম আদালত, ঢাকাতে উক্ত চেক ও স্ট্যাম্প ব্যবহার করিয়া বাদীর বিরুদ্ধে একটি সি,আর নং- ১৬২১/২০২৩ (উত্তরা)মোকাদ্দমা দায়ের করেন । বাদী উক্ত মোকাদ্দমার কপি সংগ্রহ করিয়া, উক্ত মোকদ্দমা সম্পর্কে কতিপয় স্বাক্ষীদের জ্ঞাত করিয়া স্বাক্ষীদের সহিত পরামর্শক্রমে কতিপয় স্বাক্ষী সহ বিবাদীর বসত গৃহে যাইয়া,বিবাদীর নিকট তাহার প্রদেয় অলিখিত (চেকের বিপরীতে সকল টাকা প্রদান করা স্বত্বেও) চেকটি পুনরায় ফেরৎ চাহিতে গেলে, শেষোক্ত ঘটনাস্থল এবং অস্বীকারের তারিখ অর্থাৎ গত ২৪-১১-২০২৩ ইং তারিখ রোজ শুক্রবার বিকাল ০৪(চার) ঘটিকার সময় বিবাদী তাহাদের উপর ক্ষিপ্ত হইয়া বাদী সহ কতিপয় স্বাক্ষীদের সহিত দূর্ব্যবহার করিতে থাকে এবং এই ঘটনা লইয়া বেশী বাড়াবাড়ি করিলে, খুন জখমের হুমকি দিয়া তাহাদের বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দেয়।

এই আমার জবানবন্দী ।

অবিকল নকল প্রত্যায়িত
১৭.০১.২৪
প্রধান তুলনাকারক
নকল শাখা
সি,এম,এম কোর্ট
বরিশাল।

লিপিবদ্ধকারী
মো. শিহাব উদ্দিন
১৭-০১-২০২৩
(মোঃ শিহাব উদ্দিন)
বিপি নং-৯৩২১২৩৮৪৮২
উপ-পুলিশ পরিদর্শক
কোতয়ালী থানা,বিএমপি,বরিশাল।
মোবাইল-০১৬৮০০৮১২৭৬

CamScanner

২৭-০১-২৪ ২৭-০১-২৪ ২৭-০১-২৪ ২১:০১:২৫

২০-০১-২৪

মোকাম:- বিজ্ঞ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট আমলী আদালত-০১, বরিশাল

এম, পি - ৪২৪/২০২৩ (কোতয়ালী)

সাক্ষীর জবানবন্দী

সাক্ষীঃ মোঃ নজরুল ইসলাম (৫০), পিতা- মৃত নূর বক্স, সাং-ইছাকাটি,২৯ নং ওয়ার্ড থানা-বিমানবন্দর, বি,এম,পি,বরিশাল এর ফৌঃকাঃ বিঃ ১৬১ ধারায় রেকর্ডকৃত জবানবন্দী।

সূত্রঃ এমপি মামলা নং-৪২৪/২০২৩ ধারা-৪০৬/৪২০/৪৬৫/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৫০৬ পেনাল কোড।

আমার ঠিকানা উপরে সঠিকভাবে লেখা আছে। আমি বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর একজন অবসর প্রাপ্ত মেজর। অত্র মালার বাদী ও বিবাদী আমার আমার পূর্ব পরিচিত। আপনার জিজ্ঞাসাবাদে বলিতেছি যে,অত্র মামলার বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) অত্র মামলার বাদী মাসুদ এর ঘনিষ্ট আত্মীয় অর্থাৎ শ্যালক। বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) একটি প্রাইভেট ফার্ম,কক্সবাজার এর একজন উর্ধতন কর্মকর্তা ছিলেন এবং বর্তমানে সে উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করেন না। বিবাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা কালীন বাদীর সহিত তাহার সুসম্পর্ক ছিলো এবং তাহাদের সুসম্পর্কের দরুন বিবাদী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন একাউন্ট হইতে তাহার বিভিন্ন উপায়ে উপার্জিত অর্থ বাদীর ব্যাংক একাউন্টে প্রেরন করিত। বিবাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা কালীন বাদীকে তাহার মেসার্স মাসুদ এন্টারপ্রাইজ নামীয় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে একটি কাজ দেয়। বাদী ও বিবাদীদের মধ্যে সু-সম্পর্কের কারনে তাহাদের মধ্যে আর্থিক লেনদেন সমূহের কোন লিখিত চুক্তিনামা ছিলো না। বিবাদী উক্ত ঠিকাদারি কাজের জন্য বাদীর নিকট মুনাফার ৫০% অর্থ অবৈধভাবে দাবী করিলে এবং বাদীকে প্রদেয় অর্থ বাদী তাহাকে নগদ ও ব্যাংকে পরিশোধ করিয়াছে মর্মে বাদী দাবী করিলে উক্ত বিষয়ে বাদী ও বিবাদীদের মধ্যে মত বিরোধ দেখা দিলে, বিবাদী বাদীর বিরুদ্ধে বরিশাল এয়ারপোর্ট থানায় একটি মামলা করেন। তাদের উক্ত বিরোধের কারনে আমি সহ উভয় পক্ষের লোকজন বিবাদীর বসত ঘরে বসিয়া গত ০১/০৮/২০২২ ইং তারিখ রোজ সোমবার বিকাল ৪(চার) ঘটিকার সময়,বিবাদীর বাসায় আলোচনার জন্য বসি এবং উভয় পক্ষ আলোচনা করিয়া বিরোধীয় বিষয়ে মীমাংশার স্বার্থে একটি অঙ্গীকারনামা করা হয় যাতে লেখা ছিলো, বাদী বিবাদীকে নগদ ৫ লক্ষ টাকা দবে এবং আগামী ০১(এক) বছরের মধ্য ০১-০৮-২০২৩ তারিখের মধ্যে বাদী বিবাদী কে ৯৫ লক্ষ টাকা পরিশোধ করিবে। এই শর্ত অনুযায়ী বাদী তাহার রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাল শাখা, বরিশাল এর একটি অ-লিখিত বিবাদীকে চেক প্রদান করেন, যাহার চেক নং- CHLT 8419742। চেকটিতে টাকার অংক ও তারিখ বিহীন অর্থাৎ অন্যান্য কালাম গুলি অপূরণীয় ছিল। শুধুমাত্র বাদী স্বাক্ষর করিয়া (অলিখিত চেকটি) বিবাদীকে স্বাক্ষীদের মধ্যস্থতায় উক্ত চেক বিবাদীকে প্রদান করেন। ইহার পর বাদী সময় মত বিবাদীকে সমুদয় টাকা পরিশোধ করিলেও, বিবাদী উক্ত চেক খানা ফেরৎ প্রদান না করিয়া গত ইংরেজী ০৯/১১/২০১৩ইং তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার ঢাকা বিজ্ঞ সি,এম,এম আদালতে, অফিস চলাকালীন সময় বিবাদী উক্ত অলিখিত চেকটিতে নিজেই সকল কলাম পূরণ করিয়া প্রতারণার জন্য জালিয়াতী করিয়া বিজ্ঞ সি,এম,এম আদালত, ঢাকাতে উক্ত চেক ও স্ট্যাম্প ব্যবহার করিয়া বাদীর বিরুদ্ধে একটি সি,আর নং- ১৬২১/২০২৩ (উত্তরা)মোকদ্দমা দায়ের করেন। বাদী উক্ত মোকাদ্দমার কপি সংগ্রহ করিয়া, উক্ত মোকদ্দমা সম্পর্কে কতিপয় স্বাক্ষীদের জ্ঞাত করিয়া স্বাক্ষীদের সহিত পরামর্শক্রমে কতিপয় স্বাক্ষী সহ বিবাদীর বসত গৃহে যাইয়া,বিবাদীর নিকট তাহার প্রদেয় অলিখিত (চেকের বিপরীতে সকল টাকা প্রদান করা স্বত্বেও) চেকটি পুনরায় ফেরৎ চাহিতে গেলে, পোষোক্ত ঘটনাস্থল এবং অঙ্গীকারের তারিখ অর্থাৎ গত ২৪-১১-২০২৩ ইং তারিখ রোজ শুক্রবার বিকাল ০৪(চার) ঘটিকার সময় বিবাদী তাহাদের উপর ক্ষিপ্ত হইয়া বাদী সহ কতিপয় স্বাক্ষীদের সহিত দুর্ব্যবহার করিতে থাকে এবং এই ঘটনা লইয়া বেশী বাড়াবাড়ি করিলে, খুন জখমের হুমকি দিয়া তাহাদের বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দেয়।

এই আমার জবানবন্দী ।

সকল প্রত্যায়িত
17.01.24
কপিস্ট
নকল শাখা
সি.এম.এম কোর্ট

লিপিবদ্ধকারী

১৯-১১-২০২৩
(মোঃ শিহাব উদ্দিন)

বিপি নং-৯৩২১১২৩৮৪৮২

উপ-পুলিশ পরিদর্শক

কোতয়ালী থানা,বিএমপি,বরিশাল।

মোবাইল-০১৬৮০০৮১২৭৬

৫৭
১০-০১-২৪ ১৭-০১-২৪ ১৭-০১-২৪ ১৭-০১-২৪ ২১.০১.

এমপি - ৪২৪/২০২৩ (কোতয়ালী)

সাক্ষীর জবানবন্দী

সাক্ষীঃ কাজী কবির আহমেদ (৪৪), পিতা- মৃত কাজী রুস্তম আলী, সাং-ইছাকাঠি, ২৯ নং ওয়ার্ড থানা-বিমানবন্দর, বি,এম,পি,বরিশাল এর ফৌঃকাঃ বিঃ ১৬১ ধারায় রেকর্ডকৃত জবানবন্দী।

সূত্রঃ এমপি মামলা নং-৪২৪/২০২৩ ধারা-৪০৬/৪২০/৪৬৫/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৫০৬ পেনাল কোড।

আমার ঠিকানা উপরে সঠিকভাবে লেখা আছে। অত্র মালার বাদী ও বিবাদী আমার আমার পূর্ব পরিচিত। আপনার জিজ্ঞাসাবাদে বলিতেছি যে,অত্র মামলার বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) অত্র মামলার বাদী মাসুদ এর ঘনিষ্ট আত্মীয় অর্থাৎ শ্যালক। বিবাদী আল-বাকী ইবনে হাকিম(৪০) একটি প্রাইভেট ফার্ম,কক্সবাজার এর একজন উর্ধত্বন কর্মকর্তা ছিলেন এবং বর্তমানে সে উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করেন না। বিবাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা কালীন বাদীর সহিত তাহার সুসম্পর্ক ছিলো এবং তাহাদের সুসম্পর্কের দরুন বিবাদী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন একাউন্ট হইতে তাহার বিভিন্ন উপায়ে উপার্জিত অর্থ বাদীর ব্যাংক একাউন্টে প্রেরন করিত। বিবাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করা কালীন বাদীকে তাহার মেসার্স মাসুদ এন্টারপ্রাইজ নামীয় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে একটি কাজ দেয়। বাদী ও বিবাদীদের মধ্যে সু-সম্পর্কের কারনে তাহাদের মধ্যে আর্থিক লেনদেন সমূহের কোন লিখিত চুক্তিনামা ছিলো না। বিবাদী উক্ত ঠিকাদারি কাজের জন্য বাদীর নিকট মুনাফার ৫০% অর্থ অবৈধভাবে দাবী করিলে এবং বাদীকে প্রদেয় অর্থ বাদী তাহাকে নগদ ও ব্যাংকে পরিশোধ করিয়াছে মর্মে বাদী দাবী করিলে উক্ত বিষয়ে বাদী ও বিবাদীদের মধ্যে মত বিরোধ দেখা দিলে, বিবাদী বাদীর বিরুদ্ধে বরিশাল এয়ারপোর্ট থানায় একটি মামলা করেন। তাদের উক্ত বিরোধের কারনে আমি সহ উভয় পক্ষের লোকজন বিবাদীর বসত ঘরে বসিয়া গত ০১/০৮/২০২২ ইং তারিখ রোজ সোমবার বিকাল ৪(চার) ঘটিকার সময়,বিবাদীর বাসায় আলোচনার জন্য বসি এবং উভয় পক্ষ আলোচনা করিয়া বিরোধীয় বিষয়ে মীমাংশার স্বার্থে একটি অঙ্গীকারনামা করা হয় যাতে লেখা ছিলো, বাদী বিবাদীকে নগদ ৫ লক্ষ টাকা দবে এবং আগামী ০১(এক) বছরের মধ্য ০১-০৮-২০২৩ তারিখের মধ্যে বাদী বিবাদী কে ৯৫ লক্ষ টাকা পরিশোধ করিবে। এই শর্ত অনুযায়ী বাদী তাহার রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাল শাখা, বরিশাল এর একটি অ- লিখিত বিবাদীকে চেক প্রদান করেন, যাহার চেক নং-CHLT 8419742। চেকটিতে টাকার অংক ও তারিখ বিহীন অর্থাৎ অন্যান্য কালাম গুলি অপূরণীয় ছিল। শুধুমাত্র বাদী স্বাক্ষর করিয়া (অলিখিত চেকটি) বিবাদীকে স্বাক্ষীদের মধ্যস্থতায় উক্ত চেক বিবাদীকে প্রদান করেন। ইহার পর বাদী সময় মত বিবাদীকে সমুদয় টাকা পরিশোধ করিলেও, বিবাদী উক্ত চেক খানা ফেরৎ প্রদান না করিয়া গত ইংরেজী ০৯/১১/২০১৩ইং তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার ঢাকা বিজ্ঞ সি,এম,এম আদালতে, অফিস চলাকালীন সময় বিবাদী উক্ত অলিখিত চেকটিতে নিজেই সকল কলাম পূরণ করিয়া প্রতারণার জন্য জালিয়াতী করিয়া বিজ্ঞ সি,এম,এম আদালত, ঢাকাতে উক্ত চেক ও স্ট্যাম্প ব্যবহার করিয়া বাদীর বিরুদ্ধে একটি সি,আর নং-১৬২১/২০২৩ (উত্তরা)মোকদ্দমা দায়ের করেন । বাদী উক্ত মোকাদ্দমার কপি সংগ্রহ করিয়া, উক্ত মোকদ্দমা সম্পর্কে কতিপয় স্বাক্ষীদের জ্ঞাত করিয়া স্বাক্ষীদের সহিত পরামর্শক্রমে কতিপয় স্বাক্ষী সহ বিবাদীর বসত গৃহে যাইয়া,বিবাদীর নিকট তাহার প্রদেয় অলিখিত (চেকের বিপরীতে সকল টাকা প্রদান করা স্বত্বেও) চেকটি পুনরায় ফেরৎ চাহিতে গেলে, শেযোক্ত ঘটনাস্থল এবং অস্বীকারের তারিখ অর্থাৎ গত ২৪-১১-২০২৩ ইং তারিখ রোজ শুক্রবার বিকাল ০৪(চার) ঘটিকার সময় বিবাদী তাহাদের উপর ক্ষিপ্ত হইয়া বাদী সহ কতিপয় স্বাক্ষীদের সহিত দূর্ব্যবহার করিতে থাকে এবং এই ঘটনা লইয়া বেশী বাড়াবাড়ি করিলে, খুন জখমের হুমকি দিয়া তাহাদের বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দেয়।

এই আমার জবানবন্দী ।

17.01.24

লিপিবদ্ধকারী

২১-০১-২০২৩
(মোঃ শিহাব উদ্দিন)

বিপি নং-৯৩২১২৩৮৪৮২

উপ-পুলিশ পরিদর্শক

কোতয়ালী থানা,বিএমপি,বরিশাল।

মোবাইল-০১৬৮০০৮১২৭৬

মোঃ জসিম উদ্দিন
এডভোকেট (এ.পি.পি)
জজ কোর্ট, বরিশাল।
মোবাঃ ০১৭১২-৮৫৪২৮৩

কোর্ট চেম্বারঃ
রুম নং- ২১০, বর্ধিত ভবন
বরিশাল জেলা আইনজীবী সমিতি
(পোষ্ট অফিসের ২য় তলা)
বরিশাল-৮২০০।
ফোনঃ ০৪৩১-৬২৭৩৬

চেম্বার ঃ
"ঈমান ভবন" (৩য় তলা)
কে.বি. হেমায়েত উদ্দিন রোড
গীর্জ্জা মহল্লা, বরিশাল-৮২০০।
ফোনঃ ০৪৩১-৬১৯১৯

তারিখঃ ২৩/১০/২০২৩ইং

লিগ্যাল নোটিশের জবাব

০১। মোঃ মাসুদুর রহমান মাসুদ (মাকসুদুর রহমান মাসুদ)
(প্রোঃ মেসার্স মাসুদ ব্রাদার্স)
পিতাঃ মৃত আলহাজ্ব মোবারক আলী মিয়া
সাং- কাশিপুর, ২৮নং ওয়ার্ড, থানাঃ এয়ারপোর্ট
জেলাঃ বরিশাল।

এর পক্ষে-
মোঃ জসিম উদ্দিন
এ্যাডভোকেট
জজ কোর্ট, বরিশাল।

.... লিগ্যাল নোটিশের জবাব দাতা।

০১। আল্ বাকী ইবনে হাকিম
পিতাঃ মৃত মেজর (অবঃ) এ.এম.এ হাকিম
সাং- শান্তি নীড়, নিউ কলেজ রোড, বৈদ্যপাড়া, ... নং ওয়ার্ড
থানাঃ কোতয়ালী, জেলাঃ বরিশাল।

এর পক্ষে-
ফয়সাল আহম্মদ রিয়াদ
এ্যাডভোকেট
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
মোবাঃ ০১৭৭২-১১৩৩৪৩

.... লিগ্যাল নোটিশের জবাব গ্রহীতা।

মো। মাসুদুর রহমান
মাসুদ

মোঃ জসিম উদ্দিন
এ্যাডভোকেট
জজ কোর্ট, বরিশাল।
মোবাইলঃ 01712-854283

আমি আমার মোয়াক্কেল লিগ্যাল নোটিশের জবাব দাতা কর্তৃক আদিষ্ট ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া, তাহার কর্তৃক উপস্থাপিত কাগজপত্র পর্যালোচনা ও তাহার মৌখিক বক্তব্য শ্রবন করিয়া আপনি লিগ্যাল নোটিশের জবাব গ্রহীতা, আপনার কর্তৃক প্রেরিত বিগত ২৫/০৯/২০২৩ইং তারিখের লিগ্যাল নোটিশ বিগত ০১/১০/২০২৩ইং তারিখে প্রাপ্ত হইয়া আপনি লিগ্যাল নোটিশের জবাব গ্রহীতা আপনাকে এই মর্মে অবগত করিতেছি যে,

আপনি লিগ্যাল নোটিশের জবাব গ্রহীতা, আপনার কর্তৃক প্রেরিত বিগত ইং ২৫/০৯/২০২৩ তারিখের লিগ্যাল নোটিশের সমুদয় বিবরণ মিথ্যা, বানোয়াট এবং উদ্দেশ্যে প্রণোদিত।

যাহা আপনার মোয়াক্কেল লিগ্যাল নোটিশ জবাব গ্রহীতা, আপনার নিকট প্রকৃত সত্য গোপন করিয়া, অবৈধভাবে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে সু-পরিকল্পিত ভাবে, আমার মোয়াক্কেল বরাবরে লিগ্যাল নোটিশ প্রেরণ করিয়াছেন।

আপনার কর্তৃক প্রেরিত লিগ্যাল নোটিশে, ১নং দফায় আপনি উল্লেখ করিয়াছেন, আমার মোয়াক্কেল বিগত ১০/০৮/২০২২ইং তারিখে ব্যবসায়ীক প্রয়োজনে ৯৫,০০,০০০/-

(চলমান পাতা- ২)

CamScanner

(পচানব্বই লক্ষ) টাকা কর্জ হিসাবে গ্রহণ করেন এবং উক্ত টাকা ব্যবসায়ীক লাভ সহ প্রেরণ করিবেন।

তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট, কেননা আমার মোয়াক্কেল লিগ্যাল নোটিশের জবাব দাতা, কশ্মিন কালেও কোন টাকা ধার বাবদ গ্রহণ করেন নাই। তদ্রুপভাবে আপনার কর্তৃক লিগ্যাল নোটিশে ২নং দফায় আপনি লিগ্যাল নোটিশের জবাব গ্রহীতা উল্লেখ করেন যে, আমার মোয়াক্কেল লিগ্যাল নোটিশের জবাব দাতা দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পর বিগত ০১/০৮/২০২৩ইং তারিখ বর্ণিত চেক নং- CTLH/8419742 এবং চলতি হিসাব নং- ৫০৪১০২০০০১০৪৪, রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, টাকার পরিমান ৯৫,০০,০০০/- (পচানব্বই লক্ষ) টাকার চেকটি প্রদান করেন।

আপনার কর্তৃক উক্ত রূপ বক্তব্যটি সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট, উদ্দেশ্যে প্রনোদিত, যাহা আপনার মোয়াক্কেল প্রকৃত সত্য এবং তথ্য গোপন করিয়া পূর্ববৎ অসৎ ভাবে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে আপনার কর্তৃক উক্ত মিথ্যা লিগ্যাল নোটিশ আমার মোয়াক্কেল বরাবর প্রেরণ করিয়াছেন।

প্রকৃত সত্য এই যে, আপনার মোয়াক্কেল লিগ্যাল নোটিশের জবাব গ্রহীতা এবং আমার মোয়াক্কেল লিগ্যাল নোটিশের জবাব দাতা পরস্পর শ্যালক/ ভগ্নিপতি। অর্থাৎ আপনার মোয়াক্কেল আমার মোয়াক্কেলের শ্যালক বটে।

আপনার মোয়াক্কেল লিগ্যাল নোটিশ জবাব গ্রহীতা একজন দূর্নীতি পরায়ন ব্যক্তি বটে (একাধিক চাকুরী হইতে দূর্নীতি দায়ে বরখাস্ত হন)। আপনার মোয়াক্কেল লিগ্যাল নোটিশের জবাব গ্রহীতা, পূর্বে কক্সবাজার জেলার International Organization of Migration (IOM) এর উর্দ্ধতন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। উক্ত সংস্থার মাধ্যমে দূর্নীতি পূর্বক অবৈধভাবে বিভিন্ন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে লক্ষ/লক্ষ টাকা গ্রহণ করিয়া, বিভিন্ন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে নিয়ম বহির্ভূত কাজ পাইয়া দিতেন। উক্ত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে গ্রহণকৃত অবৈধ টাকা সু-কৌশলে নিজ একাউন্টে গ্রহণ না করিয়া দূর্নীতির দায় হইতে রক্ষার নিমিত্তে আত্মীয়তার সুবাদে, আমার মোয়াক্কেলের ব্যাংক হিসাবে তাহাদের নিকট হইতে টাকা গ্রহণ করিতেন। এমনকি উক্ত প্রতিষ্ঠানের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা থাকাকালীন, আমার মোয়াক্কেলকে একটি কাজ দিয়া উহার লাভের ৫০% অর্থ অবৈধভাবে দাবী করিলে, তৎ প্রেক্ষিতে আমার মোয়াক্কেল লিগ্যাল নোটিশের জবাব দাতার সহিত বিরোধ সৃষ্টি হইলে, পরবর্তীতে আমার মোয়াক্কেল লিগ্যাল নোটিশ দাতা আপনার মোয়াক্কেল কর্তৃক অবৈধভাবে বিভিন্ন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে গ্রহণকৃত টাকা পরিশোধ করা স্বত্বেও, আমার মোয়াক্কেলের কর্তৃক ঠিকাদারী কাজের প্রাপ্ত টাকার ৫০% দাবী করিয়া, অসৎ উদ্দেশ্যে আমার মোয়াক্কেলের বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা মোকদ্দমা দায়ের করেন। যাহা এয়ারপোর্ট থানার মামলা নং- ০৪, তাং- ০১/০৬/২০০২২ইং, ধারাঃ দন্ড বিধি আইনের ৪০৬/ ৪২০, জি,আর নং- ৭০/২০২২ (এয়ারপোর্ট)। উক্ত মোকদ্দমার প্রেক্ষিতে আত্মীয়তার সুবাদে স্থানীয় উভয় পক্ষের আত্মীয় স্বজন আপনার মোয়াক্কেলের ভগ্নিপতি কবির আলম খান সবুজ সহ শুভাকাংখীদ্বয়, বিরোধীয় মোকদ্দমাটি নিস্পত্তির লক্ষ্যে আপনার মোয়াক্কেল দূর্নীতি করিয়া আর্থিক টাকা গ্রহণ করায় যাহাতে কোন ভবিষ্যতে বিপদে না পরেন, তৎলক্ষ্যে আপনার মোয়াক্কেল লিগ্যাল নোটিশের জবাব গ্রহীতাকে "সেইভ" করার লক্ষ্যে আত্মীয়তার সুবাদে, আমার মোয়াক্কেল বিগত ০১/০৮/২০২২ইং তারিখে একটি অঙ্গীকারনামা প্রদান করেন। উক্ত অঙ্গীকারনামার বর্ণিত মতে, আপনার কর্তৃক বর্ণিত ৯৫,০০,০০০/- (পচানব্বই লক্ষ) টাকার চেকটি ০১/০৮/২০২২ইং তারিখে প্রদান করেন। উক্ত ০১/০৮/২০২২ইং তারিখের অঙ্গীকারনামায় যাহা উল্লেখ রহিয়াছে, যাহার একাধিক স্বাক্ষী প্রমান রহিয়াছে। আপনার মোয়াক্কেল লিগ্যাল নোটিশের জবাব গ্রহীতা, উক্ত ০১/০৮/২০২২ইং তারিখের অঙ্গীকার নামায় বর্ণিত চেকটি ০১/০৮/২০২৩ইং তারিখ ব্যবহার করিয়া, উহা দ্বারা লিগ্যাল নোটিশ প্রেরণ করেন। আমার মোয়াক্কেল উক্ত চেকের প্রদত্ত সমুদয় টাকা অর্থাৎ বিগত ইং ০১/০৮/২০২২ তারিখের দেয় বর্ণিত সিকিউরিটি স্বরূপ দেয় চেকের পরবর্তীতে টাকা বিগত ০২/১০/২০২২ ইং তারিখের

(চলমান পাতা- ৩)

মোঃ জাসিম উদ্দিন
এ্যাডভোকেট
জজ কোর্ট, বরিশাল।
মোবাইলঃ 01712-854283

CamScanner

আপনার মোয়াক্কেলের SCBL ব্যাংক যাহার একাউন্ট নং- 2411358780I হিসাবে ৪,৫০,০০০/- (চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা ২৭/১০/২০২২ইং তারিখের, আপনার মোয়াক্কেল A/C 2411358780I SCBL হিং ৪,৫০,০০০/- (চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা, বিগত ইং ২২/০৬/২০২৩ তারিখ আপনার মোয়াক্কেলের COX Bazar শাখায় BANK ASIA A/C 0463300I579 ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা, বিগত ইং ১৫/০৬/২০২৩ তারিখ উক্ত A/C নম্বরে ১৯,৩২,০০০/- (উনিশ লক্ষ বত্রিশ হাজার) টাকা বিগত ইং ২২/১২/২০২২ তারিখে St CH. Bank, Gulshan শাখায় A/C 2411358780I হিসাব নম্বরে ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকা বিগত ইং ০৭/০৫/২০২৩ তারিখে Premier Bank Ltd. এর মাধ্যমে যাহার হিসাব নম্বর- ২৪১১৬৫৮৭৮০৬ হিসাব নম্বরে উক্ত একটি একাউন্টে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা অর্থাৎ ব্যাংক একাউন্টে ৪৭,৩২,০০০/- (সাতচল্লিশ লক্ষ বত্রিশ হাজার) টাকা প্রদান করেন এবং আপনার মোয়াক্কেলের নির্দেশমতে বিগত ০১/০১/২০২৩ইং তারিখ জনৈক আমান উল্লাহ আল নাহিদকে দেন ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা এবং বাকী টাকার পরিবর্তে বিগত ৭/০৫/২০২৩ ইং তারিখ ৪২,৬৮,০০০/- (বিয়াল্লিশ লক্ষ আটষট্টি হাজার) টাকা মূল্যের কাশিপুর চন্দ্রপুর নামক স্থানে ১২.১৯ (বার দশমিক একনয় শতাংশ), সম্পত্তির দলিল প্রদান করেন। যাহার দলিল নম্বর- ৬৩৮২। অর্থাৎ বিগত ০১/০৮/২০২২ইং তারিখের অঙ্গীকারনামা শর্ত মোতাবেক চেকের বর্ণিত ৯৫,০০,০০০/- (পচানব্বই হাজার) টাকা ইতিমধ্যে প্রদান করেন। আমার মোয়াক্কেল লিগ্যাল নোটিশের জবাব দাতা সমুদয় টাকা প্রদান করা সত্ত্বেও, এবং উক্ত অঙ্গীকারনামার স্বাক্ষী আমান উল্লাহ এবং মোঃ মনোয়ার হোসেন লিটন দ্বয় তাহাদের মধ্যস্থতায় টাকা প্রদান করা সত্ত্বেও, সু-চতুর আপনার মোয়াক্কেল লিগ্যাল নোটিশের জবাব গ্রহিতা বিগত ০১/০৮/২০২২ তারিখের সিকিউরিটি স্বরূপ দেয়া বর্ণিত চেকটি আমার মোয়াক্কেলকে ফেরৎ প্রদান না করিয়া, চেকটিতে ০১/০৮/২০২৩ইং তারিখ লিখিয়া অসৎ উদ্দেশ্যে আপনার কর্তৃক উক্ত লিগ্যাল নোটিশ প্রেরণ করেন। যাহা অনাকাঙ্খিত এবং দুঃখজনক বটে।

উল্লেখ্য যে, আপনার মোয়াক্কেল ইতিপূর্বে দুর্নীতির দায়ে উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বরখাস্ত হইয়াছেন এবং তাহার কর্তৃক দায়েরকৃত জি,আর ৭০/২০২২ (এফআরপোর্ট) মোকদ্দমাটি তদন্ত শেষে তদন্তকারী কর্মকর্তা চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করেন।

এমতাবস্থায় আমার মোয়াক্কেল লিগ্যাল নোটিশের জবাব দাতার অনুরোধে আপনার মোয়াক্কেলকে জ্ঞাত করানো যাইতেছে যে, অত্র লিগ্যাল নোটিশের জবাব প্রাপ্ত হওয়া মাত্র আমার মোয়াক্কেলের কর্তৃক বিগত ০১/০৮/২০২২ তারিখে দেয়া সিকিউরিটি স্বরূপ বর্ণিত চেকটি ফেরৎ প্রদান করিবেন। নতুবা আমার মোয়াক্কেল লিগ্যাল নোটিশের জবাব দাতা আত্মীয় সম্পর্ক ভুলিয়া যাইয়া, আপনার মোয়াক্কেলের সকল অবৈধ আয়ের কথা উত্থাপন করতঃ দুর্নীতি দমন কমিশনে সকল অবৈধ সম্পত্তি অর্জন/ অর্থ এর বিবরণ উল্লেখ করিয়া আবেদন করিতে বাধ্য থাকিবেন। যাহার যাবতীয় পরিণতির জন্য আপনার মোয়াক্কেল দায়ী থাকিবেন।

অত্র নোটিশের অবিকল কপি পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য আমার নিজ হেফাজতে সংরক্ষিত করা হইল।

মোঃ মাকসুদুর রহমান মামুন

নোটিশ দাতার পক্ষে

(মোঃ জসিম উদ্দিন)

এ্যাডভোকেট (এ,পি,পি)

বরিশাল জেলা আইনজীবী সমিতি

বরিশাল।

মোঃ জসিম উদ্দিন
এ্যাডভোকেট
জজ কোর্ট, বরিশাল।
মোবাইল 01712-854283